একটি পাক্ষিক সংবাদ বিশ্লেষণমূলক পত্রিকা

বুলেটিন

১০২তম সংখ্যা ● ০২ আগস্ট ২০২১

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও লুটতরাজ, আত্মসাৎ ও অব্যবস্থাপনা দেশে ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি করেছে

আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

নিয়ম মেনে মাস্ক পরুন সবাই মিলে করোনার টিকা নিন

ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের

বুলেটিন

৫ম বর্ষ, ১০২তম সংখ্যা
০২ আগস্ট ২০২১

প্রধান সম্পাদক
মতিউর রহমান আকন্দ

নির্বাহী সম্পাদক
এইচ এ লিটন

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সম্পাদকীয়

ফেরত আসা প্রবাসীদের জন্য প্রয়োজন কল্যাণকর উদ্যোগ

করোনাকালীন বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছেন। এক কোটির বেশি প্রবাসী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের সেবা করে যাচ্ছেন। আমাদের অর্থনীতি তুলনামূলক ভালো অবস্থানে থাকার বড় কারণ বর্ধিতহারে তাদের অর্থ প্রেরণ। সম্প্রতি সরকার ঘোষিত, প্রবাসী অর্থদাতাদের ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা এ ক্ষেত্রে তাদের আরো উৎসাহ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। ৪২৭ কোটি ৩০ লাখ টাকার এ প্রকল্প থেকে তাদের নগদ সহায়তা দেয়া হবে। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

সাধারণত প্রবাসীদের ব্যাপারে অনেক সময়ই আমরা সঠিক নীতি নিতে পারি না। তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করা হয়। বিমানবন্দরে তাদের হয়রানী করার দীর্ঘ অভিযোগ রয়েছে। তাদের প্রতি এমন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয় যাতে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় না। মনে হয় তারা অযোগ্য অশিক্ষিত এবং কোনো গুণ না থাকার কারণে তারা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আমাদের বিমানবন্দরগুলো প্রতিদিন এমন আচরণের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। তার চেয়ে বড় অভিযোগ রয়েছে আমাদের দূতাবাসগুলোর বিরুদ্ধে। আর তা হচ্ছে– তারা প্রবাসীদের উপযুক্ত সেবা দেন না। মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়াসহ যেসব দেশে বেশি বাংলাদেশী প্রবাসী রয়েছেন সেখানে এমনটি অহরহ ঘটছে। কাতারে এক প্রবাসী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দূতাবাসের কর্মকর্তাদের অন্যায় আচরণের বিষয় আলোচিত হচ্ছে। এর ফলে ওই ব্যবসায়ী নিঃস্ব হয়ে গেছেন।

প্রবাসীদের নিয়ে সরকারের ইতিবাচক পরিকল্পনা গণমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। বাস্তবে এ ক্ষেত্রে আলোর মুখ দেখতে হলে আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। প্রথমত, প্রবাসীদের ব্যাপারে সম্মানজনক মনোভাব পোষণ করতে হবে। তারা যেন বিমানবন্দর, দূতাবাস ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত আচরণ পান তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য আমাদের দূতাবাসগুলোকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে। এর পাশাপাশি যারা প্রবাসীদের হয়রানি করছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। দূতাবাসগুলোতে যারা কাজ করতে যান, তাদের মানসিকতায় যাতে প্রবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে সে জন্য দরকার হলে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আরেকটি বিষয় প্রায় সময়ে আমরা লক্ষ্য করা যায়– ইউরোপসহ উন্নত দেশগুলোতে অবৈধ পথে অভিবাসী হতে গিয়ে হয়রানির অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। ভিন্নভাবে প্রবাসে যাওয়ার পথে অনেকে প্রাণও হারাচ্ছেন। দালালদের মাধ্যমে এভাবে বিপদসঙ্কুল পথে বিদেশযাত্রা বন্ধ করতে হবে।

দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি প্রবাসী আয়

চলমান করোনা মহামারিতে গোটা বিশ্বেই মন্দাভাব চলছে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে আমাদের অর্থনীতিও। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যেও পড়েছে এর নেতিবাচক প্রভাব। আমাদের রপ্তানি আয়ের অন্যতম মাধ্যম তৈরি পোশাকশিল্পও আগের অবস্থায় নেই। চলছে অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এমতাবস্থায় জাতীয় অর্থনীতি যখন বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, তখন এতে জীবনীশক্তি দিয়েছে প্রবাসী আয়। যা এখন আমাদের বৈদেশিক আমদানি ব্যয়ের নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম। প্রবাসীরাই এখন আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। তার সাথে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান রপ্তানি আয়।

অর্থনীতির সম্মুখযোদ্ধা এসব প্রবাসীরা জীবন-জীবিকার তাগিদেই বেছে নিয়েছেন প্রবাস জীবন। দেশে যাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি তারাই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। এদের অনেকেই জীবনের শেষ অবলম্বনটুকু বেহাত করে বিদেশে গিয়েছেন। জমিজমা-বসতভিটা বিক্রি করে সুদূর প্রবাসে থাকা মানুষগুলোই এখন বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের অন্যতম মাধ্যম। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিসরও সমৃদ্ধ হচ্ছে এদের পাঠানো অর্থেই। তারা এর মাধ্যমে একদিকে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করে নিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে রাখছেন উল্লেখযোগ্য অবদান। এমনকি দেশের গ্রামীণ জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে প্রবাসী আয়। যা নিকট অতীতেও ছিল কল্পনানীত।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রবাসী আয়ে উচ্চমাত্রার কারণেই দেশের ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাঙ্গাভাব লক্ষ্য করা গেছে। ব্যবসায়িক স্বার্থেই সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলো নিজেদের উদ্যোগে রেমিটেন্স সংগ্রহের পদ্ধতি সময়োপযোগী করে ফেলেছে। কীভাবে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ স্বল্প সময়ে সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজ প্রক্রিয়ায় পৌঁছে দেয়া যায় সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। প্রবাসী আয় বিতরণে এখন ব্যাংক শাখার পাশাপাশি এজেন্ট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং ও বেসরকারি সংস্থাও কাজ করছে। ফলে বিদেশ থেকে পাঠানো আয় দ্রুততম সময়ে সরাসরি চলে যাচ্ছে প্রবাসীদের স্বজনদের কাছে।

করোনার কারণে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের অর্থনীতি কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের দেশও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এমন খারাপ সময়েও অর্থনীতিতে ছন্দ ফিরে এনেছে প্রবাসী আয়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিদায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে আগের বছরের চেয়ে ৩৬ শতাংশ বেশি অর্থ পাঠিয়েছেন প্রবসীরা। যা আমাদের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অর্জন। যদিও করোনার কারণে কয়েক লাখ প্রবাসী শ্রমিক কাজ হারিয়ে দেশে ফিরেছেন। যেসব প্রবাসী এখনও রয়ে গেছেন, তাদের আয়ও কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। এরপরও বিদায়ী অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয়ে অভাবনীয়ভাবে জোয়ার লক্ষ্য করা গেছে। যা এই দুর্যোগকালীন সময়ে জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিদায়ী অর্থবছরে প্রবাসীরা যে অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন, সেই অর্থে দেশে সাতটি পদ্মাসেতু নির্মাণ করা সম্ভব। এ ছাড়াও প্রবাসী আয় দিয়ে বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের মতো ১০টি স্থাপনা নির্মাণ করা

যায়। অথচ বিমানবন্দরে প্রবাসী শ্রমিকদের হয়রানি, বিদেশ যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের নাজেহাল এখনো বন্ধ হয়নি। বিমান টিকিট পাওয়ার জন্য গভীর রাত থেকে অপেক্ষার চিত্র বদলায়নি। আর দেশে ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের করোনার টিকা পাওয়ার জন্য নানাবিধ হয়রানির শিকার হয়েছেন। অথচ রেমিট্যান্স যোদ্ধারা রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ারযোগ্য। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টরা বরাবরই উদাসীন।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিদায়ী অর্থবছরে দেশে সব মিলিয়ে প্রবাসী আয় এসেছে ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ ডলার। এই আয় এর আগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১ হাজার ৮০৩ কোটি ১০ লাখ ডলারের চেয়ে ৩৬ শতাংশ বেশি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় দ্বিগুণ। এদিকে বিদায়ী অর্থবছরে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে মোট আয় হয়েছে ৩ হাজার ৮৭৬ কোটি ডলার। অর্থাৎ প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ রপ্তানি আয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে।

অবশ্য প্রবাসী আয় বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, করোনার নেতিবাচক প্রভাবে বৈশ্বিক যোগাযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। ফলে অবৈধ উপায়ে (হুন্ডি) অর্থ পাঠানোর সুযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠালে ২ শতাংশ প্রণোদনাও পাওয়া যাচ্ছে। ফলে প্রবাসীরা বৈধ পথে অর্থ পাঠানোয় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এমতাবস্থায় বৈধ পথে প্রবাসী আয় পাঠানোকে আরো উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা বৃদ্ধিসহ বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিদেশগমন প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ ও হয়রানি বন্ধের পরামর্শ এসেছে বিভিন্ন মহল থেকেই। যা খুবই যৌক্তিক।

করোনাকালে প্রবাসী আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে রপ্তানি আয়েও ইতিবাচক ধারা লক্ষ্য করা গেছে। যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য এখন 'সোনায়-সোহাগা'। পরিসংখ্যান বলছে, এসময় দেশের অন্যতম বৃহত্তম স্থলবন্দর আখাউড়া দিয়ে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। তবে বন্দর দিয়ে আমদানি কিছুটা কমেছে। যে কারণে রাজস্ব আয়েও কিছুটা কমতি লক্ষ্য করা গেছে। এ ছাড়া যাত্রী পারাপার অনেকটাই বন্ধ থাকায় ভ্রমণ কর বাবদ রাজস্ব আয়েও বেশ প্রভাব পড়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে এই বন্দরে রপ্তানি হয়েছে ৬৯৭ কোটি ৭০ লাখ এক হাজার ৭৫৮ টাকার পণ্য। এর আগের অর্থবছরে রপ্তানি হয় ৫৪২ কোটি ১৩ লাখ ২৯ হাজার ৯৩০ টাকা, যা সর্বশেষ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৫০ কোটি টাকা কম।

এদিকে রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি প্রবাসী আয় বৃদ্ধিতে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত নতুন উচ্চতায় উঠে এসেছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৪৫ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৫৩৮ কোটি ডলার। এর আগে গত মে মাসের শুরুতে রিজার্ভ ৪৫ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৫শ কোটি ডলার ছাড়িয়েছিল। মাঝে ৪৬ বিলিয়ন ডলারও ছাড়িয়েছিল।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার দেশে প্রবাসী আয় পাঠানোর বিপরীতে প্রণোদনা ঘোষণা করে। এরপর থেকেই বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়তে শুরু করে। এদিকে করোনার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয় আসা হঠাৎ বেড়ে গেছে। আর কমেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আয়। ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত আয় পাঠানো শীর্ষ দেশের মধ্যে সৌদি আরবের পর ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত। ২০১৯-২০ সাল থেকে সৌদি আরবের পরই আয় বেশি আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

করোনা মহামারির মধ্যেও পবিত্র ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে চলতি জুলাই মাসের প্রথম ১৫ দিনে ১২৬ কোটি ৪২ লাখ মার্কিন ডলার দেশে পাঠিয়েছেন রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। এদিকে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রেমিট্যান্সের এ প্রবাহ অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে রেকর্ড পরিমাণ প্রবাসী আয় অর্জন করবে বাংলাদেশ।

অবশ্য সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ঈদুল আযহার কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে বসবাসরত তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে বাড়তি অর্থ পাঠিয়েছেন। এছাড়া সরকারের নগদ প্রণোদনা ও করোনায় বিদেশ ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণের কারণে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স বেশি আসছে। পাশাপাশি মহামারিতে এক ধরনের অনিশ্চয়তার কারণে প্রবাসীরা জমানো টাকা দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

মূলত, করোনা ভাইরাসের প্রকোপ শুরু হওয়ার পর দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ঊর্ধ্বমুখী হয়। অবশ্য গত মার্চে তা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। তবে এপ্রিল মাস থেকে আবারো এই প্রবাহ বেড়েছে। গত মার্চ মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৯১ কোটি ৬৫ লাখ ডলার। এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ১৯৬ কোটি ও ফেব্রুয়ারিতে ১৭৮ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেয়া তথ্যমতে, গত জুন মাসে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ১৯৪ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। ফলে সদ্যসমাপ্ত ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল খুবই ইতিবাচক। যা বাংলাদেশী মুদ্রায় দুই লাখ ১০ হাজার ৬১০ কোটি টাকার বেশি। এটি আগের অর্থবছরের চেয়ে ৩৬ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি। এর আগে কোনো অর্থবছরে এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি বাংলাদেশে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এক হাজার ৮২০ কোটি ডলার বা ১৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। অর্থবছর হিসাবে ওই অংক ছিল এর আগে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণ। তারও আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স আহরণের রেকর্ড হয়। ওই সময় এক হাজার ৬৪২ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে আসে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ চাঙ্গা থাকায় ইতিবাচক অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। জুন মাস শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় চার হাজার ৬৪২ কোটি ডলার; প্রতি মাসে ৪ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় হিসেবে মজুদ এ বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে সাড়ে ১১ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থই আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীলতা দিয়েছে। তাই দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে হলে রপ্তানি বৃদ্ধিসহ প্রবাসী আয় বৃদ্ধি করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে বাংলাদেশীদের শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও বিদেশগামীদের উন্নততর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা দরকার। বেকারত্ব এখন আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ৭ কোটি ৩৫ লাখ। আর তাদের মধ্যে কাজ করেন ৬ কোটি ৮ লাখ নারী-পুরুষ। দেশে বেকার সংখ্যা এখন দেড় কোটি ছাড়িয়ে গেছে। তাই দেশের বেকার সমস্যার সমাধান ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের জন্য দেশীয় পণ্য রপ্তানি ও বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কোন বিকল্প নেই। যেহেতু প্রবাসী আয়ই এখন আমাদের অন্যতম ভরসাস্থল তাই বিষয়টি অধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। বিষয়টি সংশ্লিষ্টরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন, আমাদের অর্থনীতির জন্য ততই মঙ্গল।

রাজনৈতিক সংকটের মুখে তিউনিসিয়া

উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ায় তীব্র রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় তিউনেসিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদ দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিশাম মেশিশিকে বরখাস্ত করেছেন। এ ছাড়া সরকার ভেঙে দিয়েছেন এবং পার্লামেন্ট স্থগিত করেছেন প্রেসিডেন্ট। ২৫ ও ২৬ জুলাই এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশটিতে রাজনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপকে অভ্যুত্থান বলে আখ্যা দিয়েছে দেশটির প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগে দেশব্যাপী সরকারবিরোধী সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এর জেরে ২৫ জুলাই রোববার প্রেসিডেন্ট বরখাস্ত করেন প্রধানমন্ত্রীকে। সেদিন থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের জন্য পার্লামেন্ট স্থগিত করেন তিনি।

এরপর পার্লামেন্টের স্পিকার রশিদ ঘানুশির ডাকে রাস্তায় নেমে আসেন সরকার সমর্থকেরা। এতে রাজধানী তিউনিসে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যদিও প্রেসিডেন্ট কাইস জনগণকে রাস্তায় নামতে নিষেধ করেছিলেন। এ ছাড়া করোনা মোকাবিলায় বিধিনিষেধও বাড়িয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা খুব কাজে আসেনি।

তিউনিসিয়ায় অনেক দিন ধরে চলছে রাজনৈতিক সংকট। এই সংকটের সূত্রপাত ২০১১ সালে। 'আরব বসন্ত' নামের গণ-আন্দোলন তখন শুরু হয়েছিল এই দেশ থেকে। পরে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ওই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তক্ষয়ী ওই বিক্ষোভের মুখে তখনকার তিউনিসিয়ার সরকার পতন হলেও সেই বিপ্লবের সুফল পাননি দেশটির জনগণ। দেশটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা টালমাটাল। আর্থিক দুরবস্থা, বেকারত্বসহ নানা কারণে তিউনিসদের মধ্যে হতাশা জেঁকে বসেছে। সম্প্রতি দেশটিতে করোনার সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় সেই হতাশা আরও বেড়ে যায়। ফলে, সরকারের প্রতি মানুষের চরম অনাস্থা জন্মে। করোনার টিকাদান কার্যক্রম নিয়ে তালগোল পাকানোর কারণে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হয়। করোনার সংক্রমণ মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা, দেশের আর্থিক দুরবস্থা ও সামাজিক অসন্তোষের মধ্যে তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিশাম মেশিশি ও তাঁর দল মধ্যপন্থী ইসলামিক পার্টি আন নাহদার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ করেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের দাবি, এই সরকার জনগণকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। তাই তাঁদের ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে।

বিক্ষোভের মুখে নিরাপত্তা বাহিনী রাজধানী তিউনিসে পার্লামেন্টের আশপাশের এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক বন্ধ করে দেয়। বিক্ষোভকারীরা আন নাহদার বেশ কিছু কার্যালয়েও হামলা চালান। কম্পিউটার ভাঙচুর করেন। তাঁরা দলটির একটি কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেন।

দেশজুড়ে অসন্তোষের মুখে ২৫ জুলাই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন দলনিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদ। সেখানে তিনি দেশের মানুষের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী মেশিশিকে বরখাস্ত করার কথা বলেন। একসঙ্গে পার্লামেন্টের সব কার্যক্রম স্থগিত করেন তিনি। ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়া কাইস ভাষণে বলেন, নতুন প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় এখন থেকে তিনি নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন।

তবে প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপকে 'অভ্যুত্থান' হিসেবে উল্লেখ করেছে ক্ষমতাসীন দল আন নাহদা। নিজেদের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে দলটি বলেছে, 'বিপ্লব ও সংবিধানের বিরুদ্ধে এবং এই বিপ্লবকে যাঁরা রক্ষা করবেন, সেই আন নাহদার সদস্য ও তিউনিসিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করছেন কাইস।'

তিউনিসিয়ার সংবিধান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছিল শুধু পররাষ্ট্রের বিষয়গুলো দেখভাল করা। সামরিক বাহিনীও প্রেসিডেন্টের অধীনে। নির্বাহী দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। টিকাদান কার্যক্রম নিয়ে সরকারের নাজেহাল অবস্থার কারণে প্রেসিডেন্ট কাইস এই কার্যক্রমের দায়িত্ব তুলে দেন সেনাবাহিনীর হাতে। আর তা নিয়েই মূলত প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীর বিরোধ চরমে পৌঁছায়।

তিউনিসিয়ার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আন নাহদা চলমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে সংলাপের আহ্বান জানিয়েছে। এর মাধ্যমে দলটি বিক্ষোভ 'অভ্যুত্থানের' বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অবস্থান থেকে সরে এলো বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২৬ জুলাই মঙ্গলবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইসলামপন্থী আন নাহদা আবারো জানায় যে তারা পার্লামেন্ট স্থগিত ও প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার প্রেসিডেন্ট সাইয়েদের সিদ্ধান্তকে 'অসাংবিধানিক' মনে করে। তবে তারা এখন অনেক বেশি সমন্বয়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পুনর্বিবেচনা করতে কায়েস সাইয়েদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কায়েস সাইদের দেশটির পার্লামেন্ট স্থগিত করার আদেশে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে তুরস্ক। ২৫ জুলাই সোমবার তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'তিউনিসিয়ার গণতান্ত্রিক অর্জন ও অনন্য অবস্থানকে রক্ষা করা, যা এই অঞ্চলের জনগণের আশা অনুসারে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উদাহরণযোগ্য সাফল্য, শুধু তিউনিসিয়ার জন্যই নয় বরং এই অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি গণতান্ত্রিক বৈধতা তিউনিসিয়ার সংবিধান অনুসারে যত শিগগির সম্ভব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তিউনিসিয়ার জনগণের ওপর তুরস্কের কোনো সন্দেহ নেই যারা গণতন্ত্রের পথে সফলতার সাথে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করেছে, এই পরীক্ষাও অতিক্রম করবে।'

এছাড়া তুরস্কের পার্লামেন্টের স্পিকার মোস্তাফা সেনতপ এক টুইট বার্তায় বলেছেন, 'তিউনিসিয়ায় যা হচ্ছে তা উদ্বেগজনক। নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও পার্লামেন্ট সদস্যদের তাদের দায়িত্ব পালনে নিষেধের সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। অন্য যেকোনো জায়গার মতো তিউনিসিয়ায় সামরিক বা আমলাতান্ত্রিক যেকোনো অভ্যুত্থান অবৈধ। তিউনিসিয়ার জনগণ সাংবিধানিক ও আইনি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে।'

তুরস্কের প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র ইবরাহিম কালিন এক টুইট বার্তায় তিউনিসিয়ার পরিস্থিতিকে 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্থগিতাদেশ' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'সাংবিধানিক বৈধতা ও জনগণের সমর্থনহীন এই কার্যক্রমের আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি তিউনিসিয়ার গণতন্ত্র এই প্রক্রিয়ায় আগের চেয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে।'

তালেবানের নেতৃত্বেই জোট সরকার

ঘনিষ্ঠ হচ্ছে চীন-তালেবান তৈরি হচ্ছে নতুন সমীকরণ

আফগানিস্তানে তালেবানের নেতৃত্বে নতুন একটি পক্ষ ক্ষমতায় আসার বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গ্রহণ করে নিচ্ছে। তালেবানদের দাবি অনুসারে আফগনিস্তানের ৯০ ভাগ ভূখণ্ড তারা নিয়ন্ত্রণ করে। রয়টার্স, এএফপি অথবা আল-জাজিরা আফগানিস্তানের ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণের যে মানচিত্র প্রকাশ করছে, তাতে তালেবানের দাবিকে বেশি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় না। তালেবানরা আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশসমূহের সকল স্থল প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ করছে। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি জেলার নিয়ন্ত্রণ এখন তালেবানের হাতে। রাজধানী কাবুলসহ প্রায় সব প্রাদেশিক শহরের চারপাশের নিয়ন্ত্রণ তালেবানের হাতে। এর মধ্যে কিছু এলাকা এমন রয়েছে, যেখানে দিনে সরকারি সৈন্যদের চলাচল থাকলেও রাতে তালেবান কর্তৃত্বে চলে যায়। কান্দাহার ও হিরাতে তালেবানের দখলে যাওয়া কিছু অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় ফিরে পাবার প্রচেষ্টা কাবুল সরকারের পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

তালেবানবিরোধী আন্তর্জাতিক পক্ষ আফগানিস্তানে তালেবানের বাস্তবতা মেনে নিলেও কাবুলে একটি সমঝোতার সরকার চাইছে। তালেবানরাও এই সমঝোতার বাইরে কোনো কথা বলছে না। তবে কাতারে দুই পক্ষের মধ্যে যে সমঝোতার শর্ত নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তাতে উভয় পক্ষের প্রস্তাবের প্রান্তিকতা বেশ উল্লেখযোগ্য। তালেবানরা বলেছে, তারা আশরাফ ঘানির সরকারকে কোনোভাবেই মেনে নেবে না। এই সরকারকে তারা দখলদারদের প্রতিভূ পুতুল সরকার মনে করে। অন্যদিকে কাবুল সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিদ্যমান সরকার কাঠামো বজায় রেখে লয়া জিরগা (সংসদ) এবং কাবুল সরকারে ৩০ শতাংশ তালেবান প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে কাবুল সরকারকে পুনর্গঠন করে পরর্বর্তী সরকার ঠিক করা হবে নির্বাচনের মাধ্যমে। বাস্তবতা হলো এই যে, কাবুলের সরকার যতই দুর্বল হয়ে পড়ছে আলোচনার টেবিলে, তাদের স্বরও ততই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

কাবুল সরকারকে শক্তিমান রাখতে হলে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রয়োজন। আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে অবস্থান করে এই সহায়তা এতদিন দিয়ে আসছিল তারা। কিন্তু সেখানকার ভূখণ্ড থেকে বিদায় নিয়ে এই সহায়তা অব্যাহত রাখতে হলে তাদের আশপাশের কোনো দেশে শক্তিশালী ঘাঁটির প্রয়োজন। যেটি ২০০১ সালে তালেবান সরকারকে উৎখাতের সময় চার পাশে অধিকাংশ প্রতিবেশী দেশের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছিল ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান তাজিকিস্তান বা উজবেকিস্তানে তেমন কোনো ঘাঁটির প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া পায়নি। এক্ষেত্রে রাশিয়ার সম্মতি ও তুরস্কের সহযোগিতা ছাড়া বাস্তব অগ্রগতি অনেকখানি

কঠিন। মস্কোর সূত্রগুলো থেকে পাওয়া খবর অনুসারে ক্রেমলিন মধ্য এশিয়ার কোন দেশেই নতুন করে আমেরিকান ঘাঁটি অ্যালাউ করবে না। তাজিকিস্তান মস্কোর কড়া বার্তার বাইরে মার্কিন ঘাঁটি দেয়ার ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে ভারত সামরিকভাবে আফগানিস্তানে নতুন পর্যায়ে যুক্ত হতে চাইলে ইরান ও তাজিকিস্তানের সহায়তা লাগবে। চীনের সাথে সংযুক্ততা এবং নতুন ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে ইরান আফগান ইস্যুতে ভারতের সাথে নতুন কোনো সমীকরণে না জড়ানোর বিষয়টিই জানা যাচ্ছে। ফলে দিল্লিতে তালেবানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখা আর তালেবানের সাথে সমঝোতায় পৌঁছার চেষ্টার ব্যাপারে যে দু'ধরনের মত তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে কট্টর ধারাটির করে জোর হারাচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের সামনে বালুচ ও পাখতুন বিচ্ছিন্নতাবাদকে উসকে দিতে গিয়ে কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার ঝুঁকিও কাজ করছে।

তালেবানের কট্টরপন্থার আদর্শের যে ইমেজ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদের সরকারের ব্যাপারে রয়েছে সেটি তালেবান বিরোধী প্রচার প্রচারণায় এখনো ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমা দেশগুলো যারা তালেবানোত্তর আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে এক ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, তারা অতীতের বিনিয়োগের সুবিধা পুরোপুরি হারাতে চায় না। আফগানিস্তানে যে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে, তা থেকে প্রতি বছর ১০ বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব বলে ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। চীন এবং ব্রিটেন দুই দেশই সেদিকে ব্যবসার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে।

তালেবানের কট্টরপন্থার আদর্শের যে ইমেজ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদের সরকারের ব্যাপারে রয়েছে সেটি তালেবান বিরোধী প্রচার প্রচারণায় এখনো ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমা দেশগুলো যারা তালেবানোত্তর আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে এক ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, তারা অতীতের বিনিয়োগের সুবিধা পুরোপুরি হারাতে চায় না। আফগানিস্তানে যে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে, তা থেকে প্রতি বছর ১০ বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব বলে ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে তালেবানের ব্যাপারে মধ্য এশিয়াসহ প্রতিবেশী দেশসমূহে উগ্রপন্থী ধারণা ছড়ানোয় পৃষ্ঠপোষকতা করার যে ভীতি রয়েছে, সেটি দূর করার ব্যাপারে তালেবানরা বেশ সক্রিয়। তারা চীন রাশিয়া; এমনকি ভারতকেও আশ্বস্ত করতে চাইছে যে, তারা আফগানিস্তানের মাটিকে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেবে না। অবশ্য আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অন্য দেশ নিজেদের মাটি ব্যবহার করলে সেই সমঝোতা না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

সর্বশেষ খবর পাওয়া যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র তালেবানের সাথে যে চুক্তি করেছে, সেটি থেকে সরে আসছে না। চীনের সাথে অনানুষ্ঠানিক সমঝোতা তালেবানের হয়ে গেছে যে, ঝিজনজিয়াং বা অন্য কোনো চীনা অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো আন্দোলনে আফগানিস্তানকে ব্যবহৃত হতে দেবে না তালেবান। রাশিয়াও তালেবানের সাথে এক প্রকার বোঝাপড়ায় গেছে মধ্য এশিয়ায় বা ককেসাসে অস্থিরতা তৈরির মতো কোনো উপকরণ আফগানিস্তানে তৈরি হতে দেবে না। পাকিস্তানকেও তালেবান নেতৃত্ব আশ্বস্ত করেছে, বেলুচিস্তান বা পাকিস্তানি তালেবান বলে কথিতদের কোনো সহযোগিতা আফগান মাটিতে করতে দেয়া হবে না। এর মধ্যে আফগানিস্তানে চীনা প্রকৌশলীদের হত্যার সাথে জড়িত বালুচ বিচ্ছিন্নতবাদী একটি শীর্ষ পর্যায়ের কমান্ডকে তালেবানরা আফগানিস্তানে নির্মূল করেছে। পাকিস্তানে অন্তর্ঘাতের সাথে যুক্ত পাখতুন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কিছু ব্যক্তিকেও নির্মূল করেছে তালেবান।

তবে এ কথা ঠিক যে, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া, ইরান বা তুরস্কের সিভিল সোসাইটি বা থিঙ্কট্যাঙ্কের একটি অংশ তালেবানের আধিপত্য বা শাসনের প্রভাব আপেশপাশে বিস্তৃত হবার ব্যাপারে ভীত। বিশেষত সেক্যুলার ধ্যান-ধারণার লোকদের মধ্যে এই ভীতি বিশেষভাবে সক্রিয়। এই প্রসঙ্গে চীনের সরকারি মুখপাত্র গ্লোবাল টাইমসের এক নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, 'আফগানিস্তানকে শত্রু বানানো চীনের স্বার্থ নয়। আফগান সরকার এবং তালেবান উভয়ই চীনের প্রতি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করেছে। এটি অবশ্যই চীনের পক্ষে ভালো। তবুও দেখা যায় যে, কিছু লোক তালেবানকে চীনের জাতীয় স্বার্থের শত্রু হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং এই গ্রুপের বিরুদ্ধে চীনবিরোধী হওয়ার দাবি জানিয়েছে। এই জাতীয় দাবি আবেগময়, নির্বোধ এবং গভীরভাবে বিবেচনার জায়গা ছাড়াই তৈরি। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তালেবানকে সন্ত্রাসবাদী দল বলে অভিহিত করে না এবং এর সাথে জড়িত হয়েছে। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেস সম্প্রতি বলেছিলেন যে, এই দলটি আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে যুক্তরাজ্য তালেবানদের সাথে কাজ করবে। চীন যদি এই মুহূর্তে তালেবানদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে এটি নিজে থেকেই কূটনৈতিক জাল ছিন্ন করার সমতুল্য হবে।'

এতে উল্লেখ করা হয় যে, "কিছু চীনা নেটিজেন আফগানিস্তানকে বুঝতে পারে না। তারা বামিয়ান বুদ্ধের ধ্বংস এবং পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট (ইটিআইএম)-এর ধ্বংসের কারণে তালেবানদের ওপর লেবেল চাপিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে ঘৃণা দেখিয়েছে, যা একসময় তালেবানদের গোষ্ঠীতে তৎপর ছিল। এটা বোধগম্য হলেও তালেবান এবং ইটিআইএমের সম্পর্কে এটি বলা যায় না যে, জিনজিয়াংয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর জন্য ইটিআইএমকে তালেবান সমর্থন করে। তালেবান ধর্মীয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় এবং অনেক উগ্রবাদী গোষ্ঠীর সাথে মূল্যবোধ ভাগ করে দেয়। তাদের ভাগ করা মূল্যবোধগুলো কতটা সত্যিকারের কাজে পরিচালিত করবে, তার একটি মূল্যায়ন প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বছরগুলোয়, চীনের কিছু সরকারি বিভাগ তালেবানদের সাথে আনুষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয়ই যোগাযোগ করেছে এবং চীন সরকার কখনোই প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তে যায়নি যে তালেবান ইটিআইএমকে সমর্থন করে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যও তালেবানকে একটি 'সন্ত্রাসী গোষ্ঠী' হিসাবে ট্যাগ করে না।"

গ্লোবাল টাইমসে বলা হয় যে, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে চীন হস্তক্ষেপ করে না। এটি শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে পুরোপুরি গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি সমাধানে সব আফগান দলকে দৃঢ় সমর্থন দেয়। তদুপরি এটি উল্লেখযোগ্য যে, আফগান তালেবান এবং পাকিস্তানি তালেবান দুটি পৃথক গোষ্ঠী। দুটি সংস্থা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত নয়। যখন তারা আফগানিস্তানের সাবেক তালেবান সরকারকে অফিসিয়ালি স্বীকৃতি দিত, তখনো পাকিস্তান দৃঢ়ভাবে তার ভূখণ্ডে পাকিস্তানি তালেবানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। উত্তর পাকিস্তানে চীনা প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার পেছনে অন্যতম সন্দেহভাজন দল পাকিস্তানি তালেবান বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

গ্লোবাল টাইমসে আরো বলা হয়, আফগানিস্তানের চারপাশের পরিস্থিতি জটিল, তবে চীন স্পষ্টভাবে জানে যে, তার জাতীয় স্বার্থগুলো কী। এই সঙ্কীর্ণ সময়ে আমাদের নিজেদের জন্য শত্রু তৈরি করা উচিত নয়। বিশেষত আমাদের সহজেই তালেবানদের সদিচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, যা আফগানিস্তানে আমাদের বিস্তৃত প্রভাব এবং জিনজিয়াংয়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আফগান তালেবানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং দোহায় তালেবানের রাজনৈতিক শাখার প্রধান মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার ২৮ জুলাই ২০২১ বুধবার চীন সফরে যান, আর সেখানে পৌঁছেই উত্তরাঞ্চলীয় তিয়ানজিং শহরে তিনি বৈঠক করেছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-র সাথে। পাকিস্তানের মাধ্যমে বেশ কিছু দিন ধরেই চীন তালেবানের সাথে তলে তলে যোগাযোগ রক্ষা করছে, কিন্তু এই প্রথম এত উঁচু মাপের কোনো তালেবান নেতা চীন সফরে গেলেন। এবং এই সফর এমন সময় হচ্ছে, যখন কিছু দিন আগেই তালেবান চীনের সীমান্তবর্তী আফগান প্রদেশ বাদাকশানের গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলো কব্জা করেছে।

তালেবান নেতার এই সফরের চার দিন আগে আফগান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করতে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমন্ত্রণ করেছিলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশিকে। চেংডু শহরে দুই মন্ত্রীর দীর্ঘ বৈঠকের পর এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয় যে আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে চীন ও পাকিস্তান যৌথভাবে কাজ করবে।

চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, আফগানিস্তানে যেকোনো অস্থিতিশীলতার প্রভাব প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানে সরাসরি গিয়ে পড়বে। ফলে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আফগানিস্তানে নতুন করে কোনো গৃহযুদ্ধ যাতে শুরু না হতে পারে, তা নিশ্চিত করতে এবং আফগান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে মীমাংসা আলোচনায় সাহায্যের জন্য পাঁচ দফা একটি কর্মপরিকল্পনা চেংডুর ওই বৈঠক থেকে ঘোষণা হয়।

অগাস্টের মধ্যেই মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ঘোষণার পর আফগানিস্তান নিয়ে সমস্ত প্রতিবেশী দেশগুলো অনিশ্চয়তা-উদ্বেগে ভুগছে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে সবাই এখন সচেষ্ট। তবে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে চীন। অনেক পর্যবেক্ষক বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তানকে তাদের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) প্রকল্পে যুক্ত করার মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে চীন। সেই সাথে, আফগানিস্তানের খনিজ সম্পদের ওপর চীনের লোভ রয়েছে বলে অনেক পশ্চিমা বিশ্লেষক মনে করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা সংস্থা র‍্যান্ড কর্পোরেশনের প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক ডেরেক গ্রসম্যান এ মাসের গোঁড়ার দিকে তার এক বিশ্লেষণে লিখেছেন, চীন নীরবে আফগানিস্তানে তাদের স্বার্থ রক্ষায় তৎপরতা শুরু করেছে।

তিনি লিখেছেন: চীন এরই মধ্যে চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের (সিপেক) সাথে আফগানিস্তানকে যুক্ত করার কথা বলছে। পেশোয়ার ও কাবুলের মধ্যে একটি মহাসড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে কাবুল সরকারের সাথে বছর দু'য়েক ধরে কথা বলছে চীন, যদিও যুক্তরাষ্ট্র নাখোশ হবে এই ভয়ে আফগান সরকার তাতে সায় দেয়নি। তাছাড়া, শিনজিয়াং প্রদেশের ওয়াকান করিডোর দিয়ে আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করছে চীন।

গ্রসম্যান মনে করছেন, আফগানিস্তানকে বিআরআইয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে নিজের প্রভাবে বলয়ে ঢোকানোর একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চীন তৎপর হয়ে উঠেছে। আফগানিস্তানে সরাসরি অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের চেয়ে আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা এখন চীনের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আফগানিস্তান এখন আর চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের জন্য অতি আবশ্যক নয়। মধ্য এশিয়ায় ঢোকার জন্য বা তাদের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য আফগানিস্তানকে চীনের খুব বেশি প্রয়োজন নেই। পাকিস্তান ও ইরানের সাথে চুক্তি করে সেই লক্ষ্য তারা হাসিল করছে। চীনের এখন প্রধান চিন্তা যে আফগানিস্তানে যেকোনো অরাজকতা হয়তো পাকিস্তানে ও ইরানে তাদের শত শত কোটি ডলারের প্রকল্প- যা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বিকল্প একটি বাণিজ্য রুট হুমকিতে ফেলতে পারে।

সাগর তীরবর্তী গোয়াদার গভীর সমুদ্র বন্দর এবং সেখান থেকে চীন পর্যন্ত একটি জ্বালানি পাইপলাইন বসানোসহ পাকিস্তানে ডজন ডজন অবকাঠামো প্রকল্পে চীন ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০ বিলিয়ন (৬,০০০ কোটি) ডলার ব্যয় করবে। সেইসাথে, চীন ইরানের সাথে একটি চুক্তি করেছে যার আওতায় তারা বন্দর আব্বাসের আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণসহ সেদেশের একগাদা অবকাঠামো এবং জ্বালানি প্রকল্পে আগামী ২৫ বছরে ৪০০ বিলিয়ন (৪০,০০০ কোটি) ডলার বিনিয়োগ করবে।

ফলে, পাকিস্তান ও ইরানের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা চীনের কাছে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চীনের ভয় হলো যে আফগানিস্তানে নতুন কোনো অস্থিতিশীলতার ধাক্কা ও দুই দেশে গিয়ে পড়তে বাধ্য। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনা অভিযানের পর থেকে গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে সে দেশে যে যুদ্ধ চলছে, তার সরাসরি শিকার হয়েছে পাকিস্তান এবং ইরান। এই দুই দেশে এখনো লাখ লাখ আফগান শরণার্থী রয়েছে, সন্ত্রাসও ঢুকেছে।

চীনের অবশ্য নিজের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তা শুরু হয়েছে। কারণ, আফগানিস্তানের সঙ্গে চীনের যে ৯০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, তার ঠিক ওপাশেই রয়েছে উইগুর মুসলিম অধ্যুষিত চীনা প্রদেশ শিনজিয়াং।

উইগুর বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ইস্ট তুর্কেস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট (এটিম) অনেক বছর ধরে এই সীমান্ত এলাকায় তৎপর। সীমান্ত পেরিয়ে তারা আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আশ্রয়-প্রশ্রয় পায়, এবং চীন বিশ্বাস করে পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে চীনা নাগরিক ও চীনা প্রকল্পে হামলার পেছনে এটিমের হাত রয়েছে।

জাতিসঙ্ঘের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এটিমের সাড়ে তিন হাজার সক্রিয় যোদ্ধা রয়েছে, যাদের সাথে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তৎপর কিছু সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর যোগাযোগ রয়েছে। এ কারণে তালেবানকে চীন বলছে, আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় তাদের বৈধতা চীন মেনে নেবে, আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে তারা তালেবানকে সাহায্য করবে।

তালেবানের ওপর এত ভরসা কেন করছে চীন? তারা কি ধরেই নিচ্ছে যে তালেবানই আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসতে চলেছে? বিশ্লেষক ডেরেক গ্রসম্যান লিখেছেন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে চীন আফগানিস্তানে জাতীয় আপস-মীমাংসার সমর্থন করছে, কিন্তু তারা আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসক হিসাবে তালেবানকে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। তালেবানও বুঝতে পারছে যে ক্ষমতায় টিকে থাকতে এবং আফগানিস্তানে পুনর্গঠনে তাদের কাড়ি কাড়ি টাকা দরকার হবে এবং সেই টাকা দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র চীনের। ফলে এখন চীনের আস্থা অর্জন ছাড়া তাদের সামনে কোনো বিকল্পও নেই।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও লুটতরাজ, আত্মসাৎ ও অব্যবস্থাপনা দেশে ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি করেছে

ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, এবারের কুরবানীর ঈদ করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের মুসলমানেরাও পালন করেছেন। আমরা খুব বেদনার সাথে লক্ষ্য করছি, দেশে করোনা পরিস্থিতির সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত সরকারি ভাবে কোন স্বচ্ছতা নেই, কোন ধরনের দায়বদ্ধতা নেই, কোন সমন্বয় নেই এবং যেটুকু দক্ষতা আছে তাও ফুঁটিয়ে তোলার ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে না।

বরং এই কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও লুটতরাজ, আত্মসাৎ, অব্যবস্থাপনার ফলে দেশে এক ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এই ঈদকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামীর সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের প্রতি

নির্দেশনা ছিলো একটু ভিন্ন ভাবে সমাজের সবাইকে নিয়ে এবার ঈদ উদযাপন করতে হবে। আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী আমরা পশু কুরবানী করবো, সেই সাথে সমাজের সকল মানুষের পাশে জামায়াত থাকবে এটাই আহবান ছিলো। আলহামদুলিল্লাহ, সেই আলোকে সংগঠনের নিবেদিত ভাইয়েরা জনে জনে সমাজের দুঃখি মানুষের কাছে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের হাতে গোস্তের প্যাকেট তুলে দিয়েছেন, তাদের খোঁজখবর নিয়েছেন। অসহায় মানুষদের খুঁজে খুঁজে জামায়াত এবারের ঈদে নানা সহযোগিতা পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

২৭ জুলাই ২০২১ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুল। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের সঞ্চালনায় ঈদ পুনর্মিলনীতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভুঁইয়া, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে এডভোকেট ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, দেলাওয়ার হোসেন, মু. আবদুল জব্বার। এবারের কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যে কুরবানীর ঈদ স্মৃতি বর্ণনা করেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের থানা জামায়াতের ইউনিট সভাপতি কামরান মনির ফুয়াদ, আমিরুল মোমেনীন তালুকদার সহ প্রমুখ। জামায়াতের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশনা বর্ণনায় অনুষ্ঠানে তখন এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ডা. শফিকুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, সমাজে যখন সংক্রমণ অতি উচ্চমাত্রা ধারণ করেছে, তখন সরকারের যেভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাঁজানো দরকার ছিলো, বিশেষত আমাদের ম্যানপাওয়ার ও লজিস্টিক সাপোর্ট সমন্বয় করার দরকার ছিলো, সার্বক্ষনিক তদারকি করার প্রয়োজন ছিলো। এই অবস্থা বাংলাদেশে প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল অথচ সরকার এখনো কোন সঠিক দিক নির্দেশনা তৈরী করতে পারলো না! লকডাউন সহ বিভিন্ন কারণে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। আয় রোজগারহীন হয়ে পড়েছেন। এই কুরবানীর ঈদে আমরা আমাদের সেইসব ভাই-বোনদের পাশে দাঁড়াবো এটাই নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। আমাদের চাওয়া আশা এটাই ছিলো যে, এসব মানুষের মুখে যেন হাসি ফোঁটে, তাহলে এর বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন আমাদের জন্য নিভে যাবে। ধন্যবাদ জানিয়ে আমীরে জামায়াত বলেন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের সহযোগিতা পৌঁছানোর একাজে যেসব নেতাকর্মী সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন, ইনশাআল্লাহ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দেশের এই দূরাবস্থা দেখে আমাদের চোখে পানি চলে আসে, মানুষ সামান্য অক্সিজেন পাচ্ছে না বা স্বাস্থ্য সেবা না পেয়েই আজ দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন। আমরা সরকারের কাছে আহবান জানাই, প্রয়োজনে আসুন সকলে মিলে সমন্বিতভাবে দেশের মানুষকে রক্ষা করি। দল মত পার্থক্য ভুলে গিয়ে মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। ইতোপূর্বে এমন আহবান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকারকে বার বার জানিয়েছে, কিন্তু তারা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। শুধুমাত্র জামায়াত নয় এই পরিস্থিতিতে অনেকেই সরকারকে আহবান জানিয়েছেন অথচ সরকার আন্তরিকতার সাথে কারো কথাই গ্রহণ করছে না। জামায়াত ইতোমধ্যেই মানুষের কল্যাণে চিকিৎসাসেবা সহ নানাবিধ সাহায্য সহযোগিতা অব্যহত রেখেছে। বিপন্ন পরিবার মানুষের পাশে সর্বোচ্চ সহায়তা নিয়ে দাঁড়ানো জামায়াতের নির্দেশনা রয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে চিকিৎসা সেবার জন্য টেলি প্রেসক্রিপশন দেয়া, খাবার পৌঁছিয়ে দেয়া, কারো অক্সিজেনের প্রয়োজন হলে সিলিন্ডার পৌঁছিয়ে দেয়া, হাসপাতালে পৌঁছানোসহ নানা সেবা প্রদান করা। আল্লাহ বলেন জলে স্থলে সকল বিপর্যয় মুসিবত আমাদের হাতের কামায়, তাই আসুন সেই আল্লাহর কাছে তওবা করি। আমাদের সকল ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাই।

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, এই সময়ে আমাদের দু'টো কাজ করা অবধারিত। আমাদের সবার কাছে সময় অবারিত। আমরা সবাই নিজ বাসা বাড়ী ঘরে অবস্থান করছি। আত্মগঠনের জন্য এসময়ে পড়াশোনা করা খুব জরুরি। দ্বিতীয়ত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা জরুরি। ফরজ নফল নামাজের সাথে বেশি বেশি সম্পর্ক করা, কুরআন বুঝে পড়া, শেষ রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যাওয়া, আমল আখলাক আরও সুন্দর করার প্রচেষ্টায় আত্মনিবেদিত হওয়া।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, এই করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা যারা মানবে তাদের পৃথিবীতে যেকোন পরিস্থিতির সময়ে ভয়েরও কোন কারণ নেই, দুশ্চিন্তারও কোন কারণ নেই। এজন্য অবশ্যই কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে, ইসলামের বিধানকে পরিপূর্ণভাবে মানতে পারলেই মানুষের কেবল প্রকৃত সফলতা আসবে। এজন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য সচেতনতা বজায় রেখে আমরা সকলে যেন ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে পারি। করোনা পরিস্থিতিতে যারা ইন্তেকাল করেছেন আমরা তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। যারা অসুস্থ্য আছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি তাদেরকে দ্রুত সুস্থ্য করে দেন। ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের উদ্যোগে ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, ফ্রি ঔষধ পৌঁছানো, ফ্রি চিকিৎসার জন্য ২৪ ঘণ্টা ডাক্তারদের মাধ্যমে আমরা সেবা নিশ্চিত করে যাচ্ছি। মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করার কাজ হাতে নিয়েছি। কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে স্বেচ্ছাসেবক টিম ও স্বাস্থ্যসেবা টিম কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছে। আমরা করোনা ফান্ড গঠন করেছি, যেখান থেকে সকল মানুষের প্রয়োজনে আমরা সার্বক্ষনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। সকল সামর্থবান ব্যক্তির প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আপনিও এগিয়ে আসুন।

এডভোকেট নজরুল ইসলাম এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা

তিনি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন

- আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ ল'ইয়ার্স কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম মাওলানা এডভোকেট নজরুল ইসলাম এর জীবন ও কর্ম নিয়ে ২৯ জুলাই ২০২১ বৃহস্পতিবার এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ল'ইয়ার্স কাউন্সিলের উদ্যোগে এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমীর ডা. শফিকুর রহমান। বাংলাদেশ ল'ইয়ার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারী এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দের পরিচালনায় ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এডভোকেট জসিম উদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। আলোচনা সভায় দেশ ও বিদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক আইনজীবী ও শুভাকাঙ্ক্ষী অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমীর ডা. শফিকুর রহমান এডভোকেট নজরুল ইসলাম এর জীবন ও কর্ম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, "জনাব এডভোকেট নজরুল ইসলাম আমাদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। আমরা আমাদের অনেক কলিজার টুকরাকে হারিয়েছি। অতিসম্প্রতি আমাদের সাবেক আমীরে জামায়াতকে হারিয়েছি, তিনিও করোনা আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। জনাব শাহ আব্দুল হান্নান, তিনিও করোনা আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই তালিকাটি অনেক দীর্ঘ। প্রথম ধাপে আমাদের ৩৮২ জন ভাই-বোন ইন্তেকাল করেছেন। দ্বিতীয় ধাপে আমাদের এ সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়েছে। আমাদের কলিজার টুকরা এই ভাই-বোন যারা ঈমানের সাথে বিদায় নিয়েছে তাদের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে শহীদী দরজা দান করুন। জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন।

সম্মানিত ভাইয়েরা, আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই। আমাদের জীবন হল শ্বাস প্রশ্বাসের একটা মাধ্যম। একটা শ্বাস বন্ধ হতে এবং ছাড়তে দুই সেকেন্ড সময় লাগে। চোখের পাতা বন্ধ করতেও এরকমের সময় লাগে। ফেলে দেওয়া শ্বাস যে আরেকবার ফেলতে পারবো তার কোন গ্যারান্টি নেই। এইতো আমাদের জীবন। আমি কিছুক্ষণ ধরে আমাদের ভাইদের বক্তব্য শুনছিলাম। আমাদের এডভোকেট নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমরা যে কথাগুলো বললাম তার মধ্যে অনেক কথাই ছিল। অনেকে আমরা কুরআন হাদীস থেকেও কোড করে কথা বলছিলাম। আমি আমার নিজেকে তখনই প্রশ্ন করছিলাম আমি কি তাই? আমার ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, যেটুকু মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইলমে দ্বীনের জ্ঞান দিয়েছেন আমি নিজে প্রথমে তার উপর আমল করার চেষ্টা করি। তাহলে আমার জন্য এটা উপকারী হবে। কিন্তু আমি অনেক জানি কিন্তু মানি না এটা আমার জন্য বিপদজনক হবে। আদালতে আখেরাতে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। আমি ১৯৮৫ সাল থেকে আমাদের এ সম্মানিত ভাইয়ের সাথে পরিচিত ছিলাম। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় মুরব্বীদের পাশে বসার আমার বসার সুযোগ হয়েছে। তখন থেকে ওনাকে দেখে এসেছি। তিনি কোন পরিস্থিতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে দিতেন না। সবসময় শান্ত থাকতেন, স্থির থাকতেন। আল্লাহর উপর একজন পূর্ণমাত্রার মুতাওয়াক্কিল ছিলেন, তাওয়াক্কুল করতেন। তিনি অতি কঠিন বিষয়ও অত্যন্ত সাবলীল এবং সহজ ভাষায় তুলে ধরতেন। তার যুক্তি অত্যন্ত বলিষ্ঠ কিন্তু তার সাথে রস থাকত, নিরস থাকতো না। তিনি একাধারে একজন সাধারণ শিক্ষিত ছিলেন, আমি আধুনিক শিক্ষিত বলবো না। আমি বলবো আধুনিক শিক্ষা কুরআনের শিক্ষা। তিনি দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ তিনি কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তার মধ্যে সোনায় সোহাগার কম্পিটিশন ছিল। যার কারণে জামায়াতের কেন্দ্রে যে ওলামাদের সেল ছিল তিনি সকল মহলের ওলামাদের বুকে টেনে ধরার জন্য তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সেই সুবাধে তিনি সারা দেশ সফর করতেন ও দেশের বাইরে সফর করতেন এবং সব জায়গায় তার ভূমিকা ছিল আলহামদুলিল্লাহ খুবই চমৎকার।

তিনি পেশাগত জীবনে পেশাদার ছিলেন এবং স্বচ্ছ ছিলেন। তিনি পেশাদায়িত্বের সাথে তার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মুষ্ঠিমেয় সিনিয়র আইনজীবীদের খাতায় সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে তার নামটাও সংযুক্ত করেছেন এবং এমিকাস কিউরি হওয়ার বিরল সম্মানটাও তাকে দান করেছেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি মানুষের সেবা করে গিয়েছেন। তিনি দেশে আইনের শাসন, ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

সম্মানিত ভাইয়েরা, তিনি সৌভাগ্যবান যে বহু লোক দুনিয়া থেকে এরকম বিদায় নেন। মানুষ অনেকের সম্পর্কে বিদার নেওয়ার সময় স্বস্তির নিশ্বাস নেন। অনেকে অনেক কাজ করেছে কিন্তু এই মানুষটার জন্য একটাই কথা তিনি বড় ভাল মানুষ ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তার অনেক অবদান রয়েছে এবং তিনি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন। মহান রবের নিকট বিগলিত চিত্তে দোয়া করি, তিনি যেন তার জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন।"

সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিন

- ডা. শফিকুর রহমান

ঈদের আগে ও পরে কয়েক দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ১৪ জন লোক নিহত এবং অর্ধশতাধিক লোক আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৩ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, "গত কয়েক দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৪ জন লোক নিহত এবং অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছেন। রংপুরের তারাগঞ্জে আনজিরন নেসা কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সামনে ২১ জুলাই পবিত্র ঈদুল আযহার দিন দুপুর ২টার দিকে দিনাজপুর থেকে ঢাকাগামী হানিফ এন্টারপ্রাইজের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা ঢাকা থেকে দিনাজপুরগামী হিমাচল পরিবহনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন ও হাসপাতালে নেওয়ার পথে অপর দুজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৫০ জন যাত্রী। নিহত পাঁচজনের মধ্যে হিমাচল পরিবহনের চালক ও একজন নারী রয়েছেন। অন্যদিকে ২২ জুলাই সকালে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে ৩ জন লোক নিহত হয়। অপর দিকে ২৩ জুলাই সকাল ৮টার দিকে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার বৈলতলীতে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকসার অন্তত ৬ জন লোক নিহত এবং আরো ২/৩ জন লোক আহত হয়েছেন।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, মর্মান্তিক এসব সড়ক দুর্ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন আমি তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি ও তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সেই সাথে আমি তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আহত হয়ে যারা হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন আমি তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটন করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের সুধী সমাবেশ

মানুষের জন্য সাহায্য সহযোগিতার হাত নিয়ে সামর্থবান সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

- ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোঃ তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোঃ তাহের বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশি বেশি সাহায্য চাইতে হবে। ইবাদত বন্দেগীর সাথে সাথে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে অবহেলা না করে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে প্রত্যেক পরিবারে অবশ্যই থার্মোমিটার ও পাল্‌স অক্সিমিটার ঘরে রাখুন, তাহলে সহজেই বুঝা যাবে শরীরের অক্সিজেন মাত্রা কত। এই করোনা পরিস্থিতি উত্তরণে নানাবিধ সেবা ও সামগ্রী নিয়ে দেশের মানুষের মাঝে জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জীবন মরণ, অর্থ সম্পদ সবকিছুই ঐ মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। সুতরাং সকলে চলমান সংকটকালীন সময়ে মানুষের কল্যাণে তা ব্যয় করুন। অবশ্যই মহান আল্লাহ আপনার দানে বরকত দান

করবেন। মানুষের জন্য সাহায্য সহযোগিতার হাত নিয়ে সামর্থবান সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

১৬ জুলাই ২০২১ শুক্রবার বিকেলে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত 'স্বাস্থ্য' সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও মানব সেবা শীর্ষক এক অনলাইন সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, এসময় অনলাইন মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে এড. ডঃ হেলাল উদ্দিন, মুহা. দেলাওয়ার হোসেন ও আবদুল জব্বার, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুস সবুর ফকির, অধ্যাপক মোকাররম হোসাইন খান প্রমুখ সহ ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন থানার আমীরসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, করোনা সংক্রমণের প্রধান তিনটি স্পট নাক মুখ চোখ অবশ্যই সুরক্ষিত রাখুন, প্রয়োজনে ডাবল মাস্ক ব্যবহার করুন। সেই সাথে নিজ পরিবার, সমাজ, দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হোন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস আমানত হিসেবে দিয়েছেন। সেই আমানতের খেয়ানত যেন না হয়ে যায়। অবশ্যই নিজেকে ঘরে ও বাহিরে সবখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। প্রয়োজনে বাহিরের জন্য পৃথক পোশাক, জুতা ব্যবহারের চেষ্টা করুন। ঘরে এসে অবশ্যই নিয়ম অনুযায়ী গোসল সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পরিবারের সাথে অবস্থান করুন। করোনার টিকা প্রত্যেকে গ্রহণ করুন।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, করোনা ভাইরাস গোটা দুনিয়ার মানুষকে চোখে হাত দিয়ে একটা ম্যাসেজ দিয়ে দিচ্ছে তা হল, সবকিছুর উপরে একমাত্র ক্ষমতাশীল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি সকল কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখেন। মানুষের জীবন রাষ্ট্র সবকিছু কিভাবে পরিচালিত হবে তা মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন। করোনা ভাইরাসের এই মহামারির সময়ে আমরা কিছুটা ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছি। এমতাবস্থায় এথেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার দিকে আমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও মানবিক সেবা নিয়ে আমরা মানুষের পাশে থাকার প্রচেষ্টা অবহ্যত রেখেছি। ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, লাশবাহী গাড়ী ও ফ্রিজিং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সহ এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা নানাবিধ সেবা উপকরণ নিয়ে মানুষের পাশে আছি। এছাড়াও করোনা পরিস্থিতি উত্তরণে আমরা সকল প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছি। আমরা এই কঠিন সময়েও মানুষের পাশে থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, আর্থিক সহযোগিতা, চিকিৎসা সহযোগিতা প্রদান সহ তাদের কষ্ট লাঘবে কাজ করে যাচ্ছি। যারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন তাদের পাশে আমাদের ভাইয়েরা আন্তরিকতার সাথে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি করোনাকালীন এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমাজের বিত্তবান সকলকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানান।

নিয়ম মেনে মাস্ক পরুন সবাই মিলে করোনার টিকা নিন

- ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের

করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণ থেকে রেহাই পেতে সবাইকে মাস্ক পরতে হবে এবং করোনা ভাইরাসের টিকা নিতে হবে। ২৪ জুলাই ২০২১ কুমিল্লা জেলা পূর্ব শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজিত পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোঃ তাহের একথা বলেন। এ সময় ডা. তাহের বলেন, "ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল পবিত্র ঈদুল আযহার প্রকৃত শিক্ষা রাষ্ট্রীয়, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিজীবনে প্রতিফলন ঘটিয়ে কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। চলমান করোনা মহামারীর কারণেই জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের কর্মসহ আয়-

রোজগার হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এমতাবস্থায় ঈদুল আযহার প্রকৃত শিক্ষা ধারণ করে আমাদের সকল সামর্থকে কাজে লাগিয়ে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।"

ডা. তাহের আরো বলেন, "করোনা ভাইরাস ক্রমেই ভয়াবহ রূপ লাভ করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন, যাতে তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে। কাজেই করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতিতে আমাদের আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে এবং তাঁর নিকট ধরনা দিতে হবে। সেই সাথে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। সবসময় নিয়ম মেনে মাস্ক পরে থাকতে হবে এবং সবাইকে করোনার টিকা নিতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে এবং আল্লাহর কাছে এ রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ধরনা দিতে হবে।"

এ সময় ছাত্রশিবিরের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "ছাত্রশিবিরের জনশক্তিদের উন্নত ক্যারিয়ার গঠন করে জাতির ক্লান্তিকালে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য ছাত্রশিবিরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।"

কুমিল্লা জেলা পূর্ব শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন শামীম এর সভাপতিত্বে জেলা সেক্রেটারি ইব্রাহিম ফয়সাল এর সঞ্চালনায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন- বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইয়াছিন আরাফাত। এছাড়া আলোচনা রাখেন শিবিরের কেন্দ্রীয় এইচআরডি সম্পাদক হাফেজ নুরুজ্জামান, সাবেক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি সালমান ফারসি, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা শাখা জামায়াতের আমীর জনাব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, নায়েবে আমীর এ্যাড. মোহাম্মদ শাহজাহান, জেলা সেক্রেটারী ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জনাব মাহবুবুর রহমান, সাবেক জেলা সভাপতি জনাব সাহাব উদ্দীন, বেলাল হোসাইন, ইসরাঈল মজুমদার ও বরুড়া উপজেলা জামায়াতের আমীর শাহাদাত হোসেন প্রমুখ।

সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত মানুষকে আরো বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে

- মিয়া গোলাম পরওয়ার

যাতায়াতের সুব্যবস্থা না করে শিল্পকারখানা খুলে দিয়ে শ্রমিকদের হয়রানি করার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ৩১ জুলাই প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন,

"ঈদের ছুটির পর শ্রমিকদের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফেরার সুযোগ না দিয়ে ঈদের একদিন পরই সরকার কঠোর লকডাউনের ঘোষণা করে। রাজধানীতে লকডাউনে বিভিন্ন প্রয়োজনে বের হওয়া সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার, হয়রানি ও জরিমানা করা হয়। লকডাউন তুলে দেয়ার ব্যাপারে সরকারের একেক মন্ত্রী একেক সময় একেক রকম কথা বলছেন। কেউ বলছেন ৫ আগষ্টের পর কোনো লকডাউন থাকবেনা, কেউ বলছেন ৩ বা ৪ আগষ্ট সিদ্ধান্ত জানানো হবে, আবার কেউ বলছেন লকডাউন ১০ দিন বাড়ানোর কথা। সরকারের মন্ত্রীদের পারস্পরিক কোনো সমন্বয় নেই। সব ক্ষেত্রেই এক হযবরল অবস্থা বিরাজ করছে।

এরই মধ্যে ঈদের ছুটিতে যারা গ্রামে গিয়েছিলেন তাদের যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা না করেই ১ আগষ্ট থেকে শিল্পকারখানা খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। যার ফলে রাস্তাঘাটে মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হয়ে ঢাকায় ফিরতে হচ্ছে। যানবাহন না থাকায় শ্রমিকগণ পায়ে হেঁটে, রিজয় করে জরিমানা দিয়ে কর্মস্থলে ফিরছেন। করোনা ভাইরাসের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকারের এই অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত দেশের মানুষকে আরো বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমরা সরকারের এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

মানুষের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়োপযোগী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

মেডিকেল টীমের সদস্যদেরকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা

মানবিক সেবায় নিয়োজিত টীমের সদস্যদের গ্রেফতার খুবই অন্যায়, অমানবিক ও বেআইনী

- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের মাঝে মেডিকেল সামগ্রী বিতরণকালে মেডিকেল টীমের ৫ সদস্যকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ২৯ জুলাই ২০২১ এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "সারা দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। মেডিকেল সামগ্রীর অভাবে হাসপাতালগুলো করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে পারছে না। করোনা আক্রান্ত রোগীরা এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে দিগবিদিক ছুটাছুটি করছে। চিকিৎসা সেবা না পেয়ে অনেক রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। জাতির এমনই এক কঠিন সময়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তিকে করোনায় আক্রান্ত রোগী ও তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোঃ তাহেরের নেতৃত্বে একটি করোনা চিকিৎসা সেবা টীম গঠন করা হয়। ২৯ জুলাই এই মেডিকেল টীমের কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামের সদস্যরা করোনায় আক্রান্ত রোগীদের মাঝে জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ বিভিন্ন মেডিকেল সামগ্রী বিতরণ করছিল। এ সময় কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামের তথকথিত বিনা ভোটের এমপির নির্দেশে এই মেডিকেল টীমের ৫ জন সদস্যকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়। মানবিক সেবায় নিয়োজিত টীমের সদস্যদের গ্রেফতার খুবই অন্যায়, অমানবিক ও বেআইনী। এটা জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এর নিন্দা জানানোর কোনো ভাষা আমাদের জানা নেই। সরকারের এই জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি ও কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামে গ্রেফতারকৃত ৫ জন মেডিকেল টীম সদস্যকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২২ জনকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের নিন্দা

সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো নাগরিককে আটক করা সম্পূর্ণ অন্যায় বেআইনী ও অসাংবিধানিক

- মিয়া গোলাম পরওয়ার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা থেকে ২২ জন সাধারণ মানুষকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ২৮ জুলাই ২০২১ এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "২৭ জুলাই রাত সাড়ে ১১টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা থেকে ২২ জন সাধারণ মানুষকে পুলিশ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে। আমি পুলিশের এই অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রকৃত ঘটনা হল কয়েকদিন পূর্বে গ্রেফতারকৃতদের একজন একটি নতুন মটরবাইক ক্রয় করে। তার কয়েকজন বন্ধু ও প্রতিবেশি যুবকরা তার নিকট খাওয়ার আবদার করে। এরই প্রেক্ষিতে সে খাবারের আয়োজন করে। এটা কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রাম তো দূরের কথা, কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানও ছিল না। অথচ প্রত্যন্ত গ্রামের এ রকম একটি সাদামাটা খাবার অনুষ্ঠান থেকে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে এবং নাশকতার উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠক করছিল বলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করে। আদালত তাদেরকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায়।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দেশের কোনো নাগরিককে আটক বা গ্রেফতার নেয়া সম্পূর্ণ অন্যায়, বেআইনী ও অসাংবিধানিক। এতে মানুষের অধিকার ও সম্মান উভয়ই ক্ষুণ্ন হয়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মুক্ত ও স্বাধীন জীবন-যাপনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। এটি একটি মৌলিক অধিকারও বটে। তাই এ জাতীয় গ্রেফতার খুবই দুঃখজনক। অবিলম্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"

অপর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখা জামায়াতের আমীর মাওলানা আবুজর গিফারী বলেন, "চাঁপানবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা থেকে ২২ জন সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাজানো মামলা দায়ের করে পুলিশ অন্যায় করেছে। আমরা পুলিশের এই জুলুম-নিপীড়নের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"

ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে
- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

দুনিয়া জুড়ে জুলুম-নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছে। দিন দিন অধিকার হারা মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বে অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য সীমার নিচে তাদের বসবাস। ন্যায় ও ইনসাফ পূর্ণ সমাজ না থাকায় মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনকে টার্গেট করে দমন পীড়ন চালিয়ে ইসলাম নির্মূলের মহাপরিকল্পনা নিয়েছে। বাংলাদেশ তার বাইরে নয়। এ দেশে ইসলামবিরোধী শক্তিকে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। ইসলামের পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অপশক্তির মোকাবেলায় দৃঢ় থাকতে হবে। ৩০ জুলাই ২০২১ জুমাবার নরসিংদী জেলা শাখা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, বিশ্বে করোনা মহামারিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও অন্যায় অপকর্ম থেমে নেই। মহামারী থেকে বাঁচতে হলে ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, আল্লাহর কাছে ধরনা দিতে হবে। জামায়াতের সকল জনশক্তি ও দেশবাসীকে এ দুর্যোগে সামর্থের আলোকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

নরসিংদী জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা মোঃ মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি জনাব এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ, নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব সাইফুল আলম খান মিলন, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য জনাব আব্দুল জাব্বার। সম্মেলনের সঞ্চালক ছিলেন মাওলানা আমজাদ হোসাইন ও জনাব ওয়ালী উল্লাহ।

বিশেষ অতিথি জনাব হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে, দাওয়াতে দ্বীনের প্রসার ঘটাতে হবে, জামায়াতকে গণসংগঠনে পরিণত করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

জামায়াত নেতাকর্মীদের প্রতি গোলাম পরওয়ারের আহবান

করোনা আক্রান্তদের পাশে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই পরিস্থিতিতে দেশে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে চরম খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারছেনা, কাজ করতে পারছেনা, তারা অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে তারা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছেন। সামনে ঈদ উল আযহা। গত ১৬ জুলাই থেকে কঠোর লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে। আবার ঈদের পরে শুরু হবে কঠোর লকডাউন। এর মধ্যে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ রাস্তায় বের হতে বাধ্য হচ্ছেন। এ সব ব্যক্তি ও পরিবারের পাশে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ানোর জন্য তিনি সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তির প্রতি আহবান জানান। খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার শিরোমনি দক্ষিণপাড়া অক্সিজেন হেল্প লাইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহবান জানান।

১৭ জুলাই ২০২১ শনিবার বিকেল ৫টায় শিরোমনি দক্ষিণপাড়া ইমামবাড়ী জামে মসজিদ চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সামাজিক সংগঠন শিরোমনি দক্ষিণপাড়া অক্সিজেন হেল্প লাইনের উপদেষ্টা কমিটির আহবায়ক মিয়া আব্দুল গাফফার। এতে বক্তব্য দেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মিয়া বদরুল আলম, খান আ. রউফ খোকন, হাফেজ আমিনুল ইসলাম, মিয়া আমিনুর রহমান, আজিজুর রহমান, অধ্যাপক মিয়া গোলাম কুদ্দুস, মিয়া আবুল কালাম মহিউদ্দিন, শেখ সাহাবউদ্দিন, আ. সাত্তার , শেখ ইকবাল হোসেন, খান মনজুরুল ইসলাম বাবুল, শেখ মাহাবুবুর রহমান পলাশ, শিরোমনি দক্ষিণপাড়া অক্সিজেন হেল্প লাইনের আহবায়ক সাবেক ইউপি সদস্য মো. বিল্লাল

হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক মো. শামসুদ্দোহা জামাল, সদস্য সচিব মিয়া মনিরুজ্জামান বাবলু, যুগ্ম সদস্য সচিব খয়বার হোসেন, কে এম সোলায়মান, সদস্য মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম, মিয়া শাহিনুর রহমান, হাফেজ মিয়া জাকির হোসেন, মিয়া আ. আওয়াল, হেমায়েত হোসেন, শেখ ইযাকুব আলী, মিয়া হাফিজুর রহমান, মো. সাব্বির হোসেন, শেখ আ. হান্নান, মিয়া বায়জিদ হুসাইন, মো. বিল্লাল হোসেন, মো. ফারুক হোসেন, ইয়ামিন, শেখ হারুনুর রশিদ, রফিকুল ইসলাম সুজা প্রমুখ । প্রধান অতিথি মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, করোনা ভাইরাস সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন বক্তব্য থাকলেও এটি মূলত আমাদের কৃতকর্মেরই ফল। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং এগুলো তাদেরই হাতের উপার্জন, মহান আল্লাহ অশুভ কর্মের কারণে তাদেরকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করান, যেন তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ফিরে আসে।' (আর রূম-৪১)

অর্থাৎ এ পৃথিবীতে যত বিপদ-আপদ আপতিত হয় তা কেবল মানুষের কর্মফলের কারণেই হয়ে থাকে। তাই আমাদের উচিত হবে সকল পাপ-পঙ্কিলতা ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড পরিহার করে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর বিধান মেনে চলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্ট চালানো। সেই সাথে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই কঠিন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য বেশি বেশি দোয়া ও ইস্তিগফার করা।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের ফুড প্যাকেট বিতরণ

করোনা সংকটে মানুষের জন্য সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে সকলে এগিয়ে আসুন

- নূরুল ইসলাম বুলবুল

১৮ জুলাই ২০২১ রোববার রাজধানী ঢাকার মতিঝিল থানা জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ফুড প্যাকেট বিতরণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল। মতিঝিল থানা আমীর সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ফুড প্যাকেট

বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আবদুল জব্বার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মতিঝিল থানা জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রমূখ নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, দ্বিতীয় বছরে দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হার বহুগুণ বেড়েছে। সেই সাথে সরকার করোনা মহামারী থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য লকডাউন, সাট ডাউন ইত্যাদি ঘোষণা করলেও দেশের দরিদ্র দিনমজুর নিম্নবিত্ত মানুষের খাবারের সমস্যার কোন সমাধান করেনি, যা অমানবিক ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। বিশেষভাবে ঢাকা মহানগরীর স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এ সাট ডাউন বা লকডাউন মরার উপরে খাড়ার ঘা হিসেবে পরিণত হয়েছে। একদিকে ক্ষুধার যন্ত্রণা ও পরিবার পরিজনের ভরণপোষনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে এসব মানুষ দূর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। এমতাবস্থায় মানুষের জন্য সাহায্য সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে চলমান করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার জন্য সামর্থবান সকলকে এগিয়ে আসার উদাত্ত্ব আহবান জানাই।

নূরুল ইসলাম বুলবুল আরও বলেন, জামায়াত একটি গণমুখী ও কল্যাণকামী রাজনৈতিক সংগঠন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জামায়াতে ইসলামী আর্ত-মানবতার কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে ধারাবাহিকতায় আমরা এখানে ফুড প্যাকেট বিতরণ করছি। এছাড়াও করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াত সাধারণ মানুষদের সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, ফ্রি চিকিৎসা সেবা, ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহসহ আর্থিক ও নানাবিধ সহযোগিতা কর্মসূচি অব্যহত রেখেছে। এতে কেউ নূন্যতমভাবে উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করবো।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ব্রিফিং

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের আহবান

অনলাইনে সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর চালানো দমনপীড়ন বন্ধ করতে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ২৬ জুলাই ২০২১ সোমবার ভোরে প্রচারিত সংস্থাটির এক ব্রিফিং-এ এই আহবান জানানো হয়। নিবর্তনমূলক ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (ডিএসএ) বাতিল বা আইনটিকে আন্তর্জাতিক মান ও মানবাধিকার আইনের অনুসরণে সংশোধন করারও আহবান জানিয়েছে সংস্থাটি।

'নো স্পেইস ফর ডিসেন্ট' শীর্ষক এই ব্রিফিংয়ে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সমালোচনা করায় গুম, বিনাবিচারে আটক ও নির্যাতনের মতো নানান ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ১০ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিএসএ'র অধীনে দায়েরকৃত মামলা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ব্রিফিং এ বলা হয়, ২০২১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে ডিএসএ'র অধীনে দায়ের হওয়া মামলায় অন্তত পক্ষে ৪৩৩ জন কারাবন্দী আছেন; যাদের বেশিরভাগকেই অনলাইনে ভুল এবং আক্রমাণাত্মক তথ্য প্রকাশের অভিযোগে ধরা হয়েছে। যাদেরকে আইনটির নিশানা বানানো হয়েছে তাদের মধ্যে সাংবাদিক, কার্টুনিস্ট, গায়ক, এক্টিভিস্ট, উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী এমনকি লেখাপড়া না জানা এক কৃষকও রয়েছেন। ডিএসএ'র অধীনে একটি মামলায় লেখক মুশতাক আহমেদ বিচারবিহীনভাবে ১০ মাস ধরে কারাগারে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেছেন। একজন কারাবন্দী অভিযোগ করেছেন তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'র দক্ষিণ এশিয়া ক্যাম্পেইনার সাদ হাম্মাদি বলেন, ডিএসএ'র আওতায় কর্তৃপক্ষ যে ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে তা থেকেই স্পষ্ট, বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো কিছুর প্রতিবাদ করা বা ভিন্নমত পোষণ কতটা বিপদজ্জনক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের মতপ্রকাশে এমন অন্যায্য বিধিনিষেধ আরোপ বাংলাদেশি সমাজের সর্বস্তরে ভয়ের বার্তা ছড়িয়েছে এবং স্বাধীন মিডিয়া ও সুশীল সমাজের কাজের পরিসরকে সংকুচিত করেছে। শুধুমাত্র নিজেদের মতপ্রকাশের অধিকার চর্চার কারণে যেসব মানুষকে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ বন্দী করেছে তাদেরকে অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে।

শুধু অনলাইনে একটি মন্তব্য করার কারণে যে কোনো জায়গায় অভিযান চালানো, ডিভাইস ও তাতে থাকা তথ্যাদি জব্দ করা এবং বিনা ওয়ারেন্টে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার মতো নির্বিচার ক্ষমতা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রদান করে ডিএসএ। এ ধরনের অনুশীলন ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর) দ্বারা সুরক্ষিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতার লঙ্ঘন; যেখানে বাংলাদেশও একটি স্বাক্ষরকারী পক্ষ।

সাদ হাম্মাদি বলেন, ডিএসএসহ যাবতীয় আইনকে আইসিসিপিআর এর সাথে পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে ২০১৮ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ চলাকালীন জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য দেশের যেসব সুপারিশ তারা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোর বিষয়ে আমরা বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

ব্রিফিং-এ বলা হয়, ২০১৮ সালের অক্টোবরে প্রবর্তন করা ডিএসএ সামাজিক মাধ্যম, ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্লাটফর্মে ভিন্নমত দমনের জন্য ক্রমাগতভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে; যাতে

সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে রয়েছে যাবজ্জীবন। অনলাইনে ভুয়া, আক্রমাণাত্মক, অবমাননাকর ও মানহানিকর বক্তব্য ছড়িয়েছেন এমন অজুহাতে কর্তৃপক্ষ সমালোচনাকারীদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

এমনকি আইনটি প্রণয়নের আগে জাতিসংঘের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত এবং মানবাধিকার রক্ষকদের পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিশেষ দূতরা ডিএসএ'র খসড়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। অনলাইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার স্বার্থে ডিএসএ সংশোধনের জন্য বাংলাদেশের ইউপিআর-এ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে সুপারিশ করেছে। এসব সুপারিশ গ্রহণ করার পরও সরকার এখন পর্যন্ত নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে।

ব্রিফিং এ বলা হয়, মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেয়ার কারণে ২০২১ সালের ২৬ই ফেব্রুয়ারি মানবাধিকারকর্মী রুহুল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে অযাচিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং জামিনে মুক্তির আগে তাঁকে ৪৫ দিন কারাবন্দী রাখা হয়। কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করার কারণে ২০২০ সালের মে মাসে লেখক মুশতাক আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরপর ৬ বার জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ২০২১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তিনি কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান বলে জানা যায়।

ব্রিফিং-এ সাদ হাম্মাদি বলেন, কারাগারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা তো দূরের কথা, মুশতাক আহমেদের এক মিনিটও কারাগারে থাকার কথা ছিলো না। ডিএসএ'র অনেকগুলো ধারায় এমন অনেক কাজকে অপরাধ বানানো হয়েছে যেগুলো আদৌ কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত নয়। ভিন্নমত দমনের জন্য আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের এই অনুশীলন থেকে বেরিয়ে আসতে আমরা কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছি।

মুক্তমতকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা: ব্রিফিং এ বলা হয়, সমালোচনাকারীদের হয়রানি করতে আইনটির কয়েকটি ধারাকে কর্তৃপক্ষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এমন উদ্বেগজনক নমুনা খুঁজে পেয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এসব ধারার মধ্যে রয়েছে ২৫ (বানোয়াট, আক্রমাণাত্মক এবং হুমকি সৃষ্টিকারী তথ্যের প্রচার, প্রকাশ প্রভৃতি), ২৯ (মানহানিকর তথ্যের প্রচার, প্রকাশ প্রভৃতি) এবং ৩১ (আইনশৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটানোর শাস্তি, প্রভৃতি) ধারা।

ডিএসএ'র আওতায় দায়েরকৃত মামলাসহ অন্যান্য সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত মামলার বিচারের দায়িত্বে থাকা ঢাকার সাইবার ট্রাইবুনাল ২০২১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৬ই মে পর্যন্ত মোট ১৯৯ টি মামলা নথিভুক্ত করেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দেখেছে এসব মামলার মধ্যে ১৩৪টিতে ডিএসএ'র কোনো এক বা একাধিক ধারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ (১৩৪ এর মধ্যে ১০৭ টি) মামলা নথিভুক্ত হয়েছে ডিএসএ'র ২৫ এবং ২৯ উভয় ধারায়।

এতে দেখা যায়, ১০ জনের মধ্যে ৬ জনের বিরুদ্ধে ডিএসএ'র ৩টি ধারায়ই মামলা হয়েছে। অন্য ৩ জনের বিরুদ্ধে হয়েছে ২৫ এবং ৩১ উভয় ধারায়। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট-এ যেভাবে মানহানিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাতে মারাত্মক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং এর মাধ্যমে আইনটি ভিন্নমত দমনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। মানহানিকে ফৌজদারি আইনের বদলে দেওয়ানি আইনে বিচারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছে।

ডিএসএ'র যথেচ্ছা অপব্যবহার: ব্রিফিংয়ে উল্লিখিত ১০ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার মধ্যে ৮ জনের বিরুদ্ধেই মামলা করেছেন আইনপ্রণেতা, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সদস্য অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা। এমদাদুল হক মিলন পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট এবং ঠিকাদার। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের একজন স্থানীয় নেতা ২০২০ সালের ৩রা মার্চ তাকে ডিএসএ'র আওতায় আটক করান। মিলন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন। এমদাদুল হক মিলন অভিযোগ করেন, উক্ত রাজনীতিক তাকে আটক করান যেন মিলন সরকারের একটি কাজের জন্য ঠিকাদারির প্রস্তাবপত্র দাখিল করতে না পারেন। পরবর্তীতে ওই কাজের ঠিকাদারি পান ওই নেতার মেয়ের জামাই। অবশেষে ২৩ দিন পর এমদাদুল হক মিলন জামিনে মুক্তি পান। আইন প্রয়োগকারী একজন কর্মকর্তা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'কে জানান, সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা দমন করা তাঁদের দায়িত্ব। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন স্পষ্ট করে বলে যে, সরকারি কর্তৃপক্ষের সমালোচনা কখনো শাস্তিযোগ্য হতে পারে না।

এই সময়কালে (১ জানুয়ারি থেকে ৬ মে ২০২১) ঢাকার সাইবার ট্রাইবুনাল পর্যাপ্ত আইনি ভিত্তি ও প্রমাণাদি না থাকায় প্রায় ৫০ শতাংশ (১৯৯ এর মধ্যে ৯৭ টি) মামলা খারিজ করে দেয়। তারপরেও এটা মানবাধিকার লঙ্ঘনকে লঘু করেনা কারণ মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরুর আগেই মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়, এমনকি অনেককে বিভিন্ন মেয়াদে বন্দীদশায় কাটাতে হয়।

ব্রিফিং-এ সাদ হাম্মাদি বলেন, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের অধীনে দায়েরকৃত মামলা খারিজের পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় বাংলাদেশের ক্ষমতাধর লোকেরা কিভাবে ভিন্নমত দমনের জন্য এই আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। ইউপিআর-এ জাতিসংঘের যেসকল সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, ডিএসএ'র আওতায় লঙ্ঘিত মানবাধিকারের জন্যও তাদের উদ্বেগ জারি থাকতে হবে। একইসাথে ভিন্নমত যাতে আর দমনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে তাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করতে হবে।

মানবাধিকার পরিস্থিতি

জুলাই'২১ মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

জুলাই মাসে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক দৈনিক সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে মানবাধিকারের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে।

জুলাই মাসে সারা দেশে ২৩৯ জন নিহত হয়েছে। এ মাসে প্রতিদিন গড়ে ০৮ জন মানুষ হত্যার শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ০৬টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ০৫ জন নিহত হয়েছে। ১৪১টি সহিংস হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছে ৮৯ জন, আহত হয়েছে ৭৫০ জন, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ০৭ জন, গ্রেফতার হয়েছে ২১ জন। এছাড়াও ০৩টি গণপিটুনির ঘটনায় নিহত হয়েছে ০২ জন, আহত হয়েছে ০২ জন।

এ মাসে অপহরণের ১৪টি ঘটনায় অপহরণের পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ০৬ জন।

রাজনৈতিক সহিংসতার ১৪টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ০৩ জন, আহত হয়েছে ১৬২ জন, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ২৬ জন, গ্রেফতার হয়েছে ০৬ জন।

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী 'বিএসএফ' কর্তৃক ০৩টি হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছে ০২ জন, গ্রেফতার হয়েছে ০১ জন।

নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনায় পারিবারিক কলহে ৩৭টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ২৪ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৪ জন নারী, নিহত হয়েছে ০৩ জন। ১১টি শিশু নির্যাতনের ঘটনায় ০৭ জন শিশু নিহত হয়েছে, আহত হয় ০৪ জন।

সরকার দলীয় নেতাকর্মী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় সাংবাদিক নির্যাতনের ০২টি ঘটনায় আহত হয়েছে ০২ জন।

এ মাসে বিভিন্ন স্থান থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ৮৮টি লাশ উদ্ধার করেছে যার মধ্যে ০৫টি লাশ অজ্ঞাত।

এক নজরে জুলাই'২১ এর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

বিষয়	বর্ণনা	ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত	গ্রেফতার	গুলিবিদ্ধ
বিচার বহির্ভূত হত্যা	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক	৬	৫	১	৪৪	
	সহিংস হামলা	১৪১	৮৯	৭৫০	২১	৭
	গণপিটুনী	৩	২	২		
অপহরণ	নিখোঁজ	১৪	৪			
	লাশ উদ্ধার	১১	১১			
	জীবিত উদ্ধার	৬		৬	৫	
রাজনৈতিক সহিংসতা	সংঘর্ষ	১৪	৩	১৬২	২৬	৬
সীমান্ত সংঘাত	বিএসএফ কর্তক	৩	২		১	
নারী নির্যাতন	ধর্ষণ	৪৪	৩	৪২	১৬	
	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	৩	১	২	১	
	পারিবারিক দ্বন্দ্ব	৩৭	২৪	১৮	১৮	
	এসিড নিক্ষেপ	১		১		
	যৌন হয়রানী	৭		৫		
শিশু নির্যাতন	শারীরিক নির্যাতন	১১	৭	৪	৪	
সাংবাদিক নির্যাতন	নির্যাতন	২		২		
	হুমকির সম্মুখিন	৪				
লাশ উদ্ধার	পুরুষ	৬৭	৬৭			
	মহিলা	১৬	১৬			
	অজ্ঞাত	৫	৫			
মোট		৩৯৫	২৩৯	৯৯৫	১৩৬	১৩

মিসরে আদালতে ব্রাদারহুডের ২৪ সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড

মিসরে পৃথক দুইটি মামলায় দেশটির প্রভাবশালী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের ২৪ সদস্যের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন মিসরের এক আদালত। ৩০ জুলাই ২০২১ শুক্রবার মিসরের সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর জানানো হয়।

মিসরের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র আল-আহরামে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় বাহিইরা প্রদেশের দামানহুর শহরের ক্রিমিনাল কোর্টে ব্রাদারহুডের স্থানীয় ১৬ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালে প্রদেশের রাশিদ শহরে এই পুলিশের বাসে বোমা নিক্ষেপের অভিযোগ আনা হয়। ওই ঘটনায় তিন পুলিশ নিহত ও ৩৯ জন আহত হয়। একই আদালত ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে আদ-দিলনিজাত শহরে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার দায়ে ব্রাদারহুডের আট সদস্যকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আল-আহরামে অবশ্য স্পষ্ট করা হয়নি যে, আদালতের এই আদেশই চূড়ান্ত না কি এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে। তবে মিসরের বাইরে থেকে পরিচালিত দেশটির মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ করা শিহাব অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, জরুরি আদালত থেকে রায় হওয়ায় এটিই চূড়ান্ত রায়।

এর আগে গত ১৪ জুন অপর এক মামলায় ব্রাদারহুডের ১২ নেতাকর্মীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখেন মিসরের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। ২০১৮ সালে মামলায় তাদের প্রথম মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ব্রাদারহুড সংশ্লিষ্ট আলেম আবদুর রহমান আল-বার, সাফওয়াত হেজাজি, মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির (এফজেপি) সেক্রেটারি মোহাম্মদ আল-বেলতাজি ও এফজেপি দলীয় সাবেক যুবমন্ত্রী ওসামা ইয়াসিন রয়েছেন।

মিসরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে ২০১৩ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে পুনর্বহাল করার আন্দোলনের সংশ্লিষ্টতা থাকার অভিযোগে মামলায় তাদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। মামলায় তাদের বিরুদ্ধে 'জনগণ ও পুলিশকে আক্রমণ করার জন্য অপরাধী চক্রকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম সরবরাহের' অভিযোগ আনা হয়।

আরব বসন্তের প্রভাবে ২০১১ সালে মিসরে দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের পতন ঘটে। বিপ্লবের পরে ২০১২ অনুষ্ঠিত মিসরের প্রথম নির্বাচনে মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি (এফজেপি) বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। ব্রাদারহুডের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ মুরসি দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

কিন্তু এক বছর পরই মোহাম্মদ মুরসির বিপক্ষে এক পাল্টা বিক্ষোভ করা হয়। বিক্ষোভের জেরে মিসরীয় সামরিক বাহিনী ২০১৩ সালের জুলাইয়ে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

মোহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রতিবাদে তার সমর্থকরা দেশটির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ শুরু করেন। রাজধানী কায়রোর রাবা আল-আদাবিয়া স্কয়ারে অবস্থান নিয়ে মোহাম্মদ মুরসির ক্ষমতা পুনর্বহালের দাবিতে একটানা প্রতিবাদ সমাবেশ শুরু করেন তারা।

ওই বছরের ১৪ আগস্ট রাবা আল-আদাবিয়ার প্রতিবাদকারীদের দমনে অভিযান চালায় মিসরীয় নিরাপত্তা বাহিনী। এক দিনের ওই অভিযানে আট শ'র বেশি বিক্ষোভকারী নিহত হন।

তখন থেকে মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুডসহ সকল বিরোধীদলীয় নেতাদের ওপর দমন অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ওই সময় মুসলিম ব্রাদারহুড ও সংশ্লিষ্ট সব সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করে মিসরীয় প্রশাসন।

কারারুদ্ধ অবস্থায় ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি ২০১৯ সালের ১৭ জুন কায়রোর এক আদালতে শুনানি চলাকালে মৃত্যুবরণ করেন।

ইসরাইলী বাহিনীর ঠাণ্ডা মাথায় খুনের শিকার ফিলিস্তিনী কিশোর

ফিলিস্তিনের এক কিশোরকে গুলী করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। পশ্চিমতীরে ইসরাইলের আগ্রাসন ও অবৈধ বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিল ওই কিশোর। বিক্ষোভে ইসরাইলি বাহিনী গুলী চালালে সে গুলীবিদ্ধ হয়। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

১৭ বছর বয়সি ওই কিশোরের নাম মোহাম্মদ মুনির আল তামিমি। নাবি সালেহ গ্রামে বিক্ষোভের সময় তার পেটে গুলী করে ইসরাইলি বাহিনী। গুরুতর আহত এই কিশোর পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তামিমির মায়ের দাবি, ইসরাইলি বাহিনী তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। একটি ভিডিও দেখা গেছে, ইসরাইলি বাহিনী তার ঘরের দরজা খুলে শরীরে গুলী করে।

২৩ জুলাই ২০২১ গত শুক্রবারের বিক্ষোভে ইসরাইলি হামলায় ৩২০ ফিলিস্তিনি আহত হওয়ার পর তামিমির মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। পশ্চিম তীরের বেইতা গ্রামে এটি ৯ম লাইভ ফায়ারে হত্যার ঘটনা। তবে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর দাবি, সহিংসতায় তাদের দুজন সেনা আহত হয়েছেন।

এদিকে রেড ক্রিসেন্ট বলছে, ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরাইলি বাহিনীর সংঘাতে এখন পর্যন্ত ৩২০ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ২১ জন গুলীবিদ্ধ হয়েছেন, রাবার বুলেটে জখম হয়েছেন ৬৮ জন এবং অন্যদের ওপর টিয়ার গ্যাস ছোড়া হয়েছে।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যম জানিয়েছে, ওই কিশোরের জানাজায় শত শত ফিলিস্তিনি অংশ নিয়েছেন। তার লাশ নিয়েও বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে। ফিলিস্তিনের বেইতা অঞ্চলে দখলদার ইসরাইল অবৈধভাবে বসতি স্থাপন করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর প্রতিবাদেই সেখানে বিক্ষোভ করে আসছেন ফিলিস্তিনিরা।

আফগানিস্তানে বেসামরিক হতাহত বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৭ ভাগ-জাতিসংঘ

জাতিসংঘ বলেছে, আফগানিস্তানে বেসামরিক লোকজন হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৪৭ ভাগ। এ পরিস্থিতিকে অনাকাঙ্খিত বর্ণনা করে সোমবার জাতিসংঘ বলেছে, তালেবান ও সেনাবাহিনীর মধ্যে লড়াই তীব্র হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে মে ও জুন দুই মাসে প্রায় ২৪০০ বেসামরিক মানুষ নিহত বা আহত হয়েছেন। ২০০৯ সালে এই রেকর্ড রাখা শুরু হয়। তারপর এই দুই মাসে নিহত বা আহতের সংখ্যা সর্বোচ্চ। জাতিসংঘের অ্যাসিসট্যান্স মিশন টু আফগানিস্তান (ইউএনএএমএ) এক রিপোর্টে বলেছে, তারা জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে বেসামরিক ৫ হাজার ১৮৩ জন হতাহতের রেকর্ড ডকুমেন্ট আকারে ধারণ করেছে। এর মধ্যে ১৬৫৯ জন নিহত হয়েছেন। গত বছরের তুলনায় একই সময়ে এই মৃত্যু শতকরা ৪৭ ভাগ বেশি।

আফগানিস্তানে বেসামরিক লোকজনের পরিস্থিতি যে কতটা করুণ, তা ফুটিয়ে তুলেছে এ অবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সেপ্টেম্বরের মধ্যে তার সব সেনাকে তুলে নেয়ার ঘোষণা দেয়ার পর আফগানিস্তানে মে ও জুন মাসে তালেবান ও সেনাবাহিনীর মধ্যে লড়াই তীব্র হয়েছে। আফগানিস্তান বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ডেবোরাহ লিওনস বলেন, তালেবান ও আফগান নেতাদের প্রতি আমি অনুরোধ করছি এই মারাত্মক সংঘাত এবং শীতলতার পথ, বেসামরিক নাগরিকদের ওপর যে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলবে তার প্রতি যত্নবান হতে।

রিপোর্ট পরিষ্কার একটি সতর্কতা দিচ্ছে যে, এতে অনাকাঙ্খিত সংখ্যক আফগান বেসামরিক নাগরিক দুর্ভোগের চরমে পৌঁছে যাবেন। তারা বিকলাঙ্গও হতে পারেন যদি ক্রমবর্ধমান এই সহিংসতার লেশ টেনে না ধরা হয়। জাতিসংঘ আরও সতর্ক করেছে যে, যদি আফগানিস্তানে সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশমিত করা না হয়, তাহলে এক বছরে সর্বোচ্চ সংখ্যক বেসামরিক মানুষ হতাহতের রেকর্ড গড়তে পারে ২০২১ সাল। গত দুই মাসে দেশটির বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ লড়াই হয়েছে। তালেবানরা বড় রকম অভিযান চালানোর কারণে এ লড়াই দেখা দিয়েছে। তারা গ্রামীণ বিভিন্ন জেলা, সীমান্তে ক্রসিং পয়েন্ট, প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর চারপাশ ঘিরে রেখেছে। এর ফলে আফগান ও মার্কিন বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছে। মধ্য জুলাইয়ে ডিপিএ বার্তা সংস্থার চালানো এক জরিপে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের অর্ধেকেরও বেশি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবানরা। তারপরও তারা প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কাতারের রাজধানী দোহা'য় সঙ্কট সমাধানে আলোচনা চলছে। কিন্তু কূটনীতিকরা পূর্বাভাস দিয়ে বলেছেন, সেপ্টেম্বরে তা শুরু হলেও তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। ওদিকে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সেনা প্রত্যাহার এরই মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগের বেশি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩১ শে আগস্টের মধ্যে তা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসে অংশ নেয়া সেই নওমুসলিমের রহস্যজনক মৃত্যু

ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারী সাবেক করসেবক মোহাম্মদ আমেরের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। ২৩ জুলাই ২০২১ শুক্রবার তেলেঙ্গানা প্রদেশের হায়দরাবাদ শহরে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানায় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

খবরে বলা হয়, হায়দরাবাদের পুরনো শহরে হাফিজ বাবা নগর মহল্লায় মোহাম্মদ আমেরের বাড়ি থেকে বাজে গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে কাছাকাছি থাকা কাঞ্চনবাগ পুলিশ স্টেশন থেকে একটি দল এসে বাড়িতে ঢুকে তার লাশ উদ্ধার করে। কাঞ্চনবাগ পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর জে ভেঙ্কট রেড্ডি বলেন,

'মৃত্যুর কারণ এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। যদি আমরা তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে মৃত্যুর বিষয়ে সন্দেহ করে কোনো অভিযোগ পাই, পুলিশ তখন ময়নাতদন্ত করবে এবং মামলা লিপিবদ্ধ করবে।'

পূর্বে বলবির সিং নামে পরিচিত মোহাম্মদ আমের উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) কর্মী ছিলেন। আরএসএসের সক্রিয় কর্মী হিসেবে ১৯৯২ সালে তিনি বাবরি মসজিদের ধ্বংসে অংশ নিয়েছিলেন।

কিন্তু তার উদারপন্থী পরিবার তার কাজকে প্রত্যাখ্যান করলে তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করতে থাকেন। মানসিক শান্তির জন্য তিনি উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরের মাওলানা কলিম সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ করেন। পরে ১৯৯৩ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বলবির সিং থেকে নিজের নাম পরিবর্তন করে মোহাম্মদ আমের রাখেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে নিজের অংশগ্রহণের বদলায় ১০০ মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন মোহাম্মদ আমের। এই লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে হরিয়ানায় 'মসজিদে মদীনা' নামে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন তিনি। গত ২৭ বছরে মোট ৯১টি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন মোহাম্মদ আমের। এছাড়া আরো ৫৯টি মসজিদ বর্তমানে নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে।

তেল রফতানির বিকল্প পাইপলাইন উদ্বোধন ইরানে

ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বৃহস্পতিবার ৫৩ হাজার বিলিয়ন তুমান অর্থ ব্যয়ে নির্মিত একটি বিশাল তেল পাইপলাইন প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন। পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালী এড়িয়ে অপরিশোধিত তেল রফতানি করার জন্য এই পাইপলাইন উদ্বোধন করা হয়েছে।

এই পাইপলাইনের মাধ্যমে হরমুজগান প্রদেশের গুরেহ অঞ্চল থেকে ওমান সাগর তীরবর্তী জাস্ক বন্দর পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় ১০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পাঠানো যাবে। ইরানের খার্গ দ্বীপের টার্মিনাল থেকে তেলের একটা বড় অংশ এখন ওমান সাগরের এই টার্মিনাল দিয়ে রফতানি হবে।

প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বিশাল প্রকল্প উদ্বোধন করে বলেন, যারা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ইরানের উন্নয়ন আটকে রাখতে চেয়েছিল এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দেয়া হয়েছে।

তিনি এ পাইপলাইন প্রকল্পের উদ্বোধনকে ইরানের ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, যতই দিন যাবে ততই এ প্রকল্পের গুরুত্ব সবাই উপলব্ধি করবে।

ইরানের তেল খাতের ওপর আমেরিকার নিপীড়নমূলক নিষেধাজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করে রুহানি বলেন, আমেরিকা দুই ক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। এর একটি ইরানের তেল রফতানি খাত এবং অন্যটি ইরানের পণ্য আমদানি খাত। কিন্তু এর কোনো লক্ষ্যই তারা অর্জন করতে পারেনি।

গুরেহ-জাস্ক প্রকল্প হচ্ছে ইরানের তেলশিল্পের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। খার্গ দ্বীপে তেল পরিশোধনের জন্য হরমুজ প্রণালী দিয়ে ট্যাংকারে করে তেল পরিবহন করতে হয়। হরমুজ প্রণালী ব্যস্ততম রুট হওয়ায় তেল পৌঁছাতে কয়েক দিন সময় লেগে যায়।

বন্যাকবলিত চীনে এবার আঘাত হেনেছে টাইফুন ইন-ফা

ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে বন্যায় বিপর্যস্ত চীনে এবার আঘাত হেনেছে টাইফুন ইন-ফা। আজ রোববার স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দেশটির পূর্ব উপকূলের ঝউশান শহরে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড়টি। শহরটির বাসিন্দাদের নিরাপদে অবস্থান করতে বলা হয়েছে।

চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, টাইফুনের প্রভাবে সাগর বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বন্যার ঝুঁকির মধ্যেও পড়তে পারে নানা অঞ্চল। ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৩৭ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ইন-ফার প্রভাবে ঝউশান শহরে বিমান ও রেলসেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। সাংহাইয়ের দক্ষিণে একটি বন্দর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে অনেক জাহাজ। শহরটিতে বেশ কিছু পার্ক ও জাদুঘর বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ঝেজিয়াং প্রদেশে কর্তৃপক্ষ স্কুল, বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা সিনহুয়া।

টাইফুন ইন-ফা নিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছে জাপান ও চীনের আবহাওয়া অধিদপ্তর। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, পূর্ব উপকূল থেকে টাইফুনটি পশ্চিমে হ্যাংঝউ শহরের দিকে এগিয়ে যাবে। রোববার থেকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে 'টানা ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে' বলে আশঙ্কার কথা জানিয়েছে চীনের ন্যাশনাল মেটেরোলজিক্যাল সেন্টার। উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

এদিকে চীনের বিভিন্ন প্রদেশে বন্যা ও ভূমিধসের জেরে এখন পর্যন্ত অন্তত ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যার কারণে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে কোটি কোটি মানুষ। পরিস্থিতি সামলাতে কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা। এর মধ্যেই টাইফুন ইন-ফার জেরে আসন্ন ভারী বৃষ্টিপাত বন্যা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে। নতুনভাবে শুরু হওয়া ঝড়বৃষ্টির কারণে উদ্ধারকাজ বাধার মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিনিদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ভাঙতে বাধ্য করছে ইসরাইল

পূর্ব জেরুসালেমের ফিলিস্তিনিদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ভাঙতে বাধ্য করছে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। যদি তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি না ভাঙেন, তাহলে তাদের ঘর-বাড়ি ইসরাইল কর্তৃপক্ষই ভেঙে ফেলবেন আর ফিলিস্তিনিদের ওপর অতিরিক্ত জরিমানা ধার্য করা হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে এমনই সংবাদ প্রকাশ করেছে একটি ফিলিস্তিনি গণমাধ্যম। ওই ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এক ফিলিস্তিনির দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরে হয়েছে।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, পূর্ব জেরুসালেমের অনেক ফিলিস্তিনির মতো এক ফিলিস্তিনিকে আদেশ দেয়া হয়েছে তার বাড়ি ভাঙার। তিনি পূর্ব জেরুসালেম শহরের জাবাল আল-মুকাব্বের এলাকায় বাস করেন। তাকে বলা হচ্ছে যে, যদি তিনি স্বেচ্ছায় তার বাড়ি না ভাঙেন, তবে তাকে জরিমানা ও অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। ওই ফিলিস্তিনিকে তার নিজের বাড়ি ভাঙতে বলা হচ্ছে এ অজুহাতে যে, তিনি অনুমতি ছাড়া এ বাড়ি নির্মাণ করেছেন।

আলি খলিল শাকিরাত নামের ওই ফিলিস্তিনি এক গণমাধ্যমকে বলেন, ইসরাইলের সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ আমাকে বাড়ি ভাঙ্গার নির্দেশ-পত্র দিয়ে বলেন যে, আপনি নিজের বাড়ি নিজেই ভেঙে ফেলেন। ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ যদি আপানার বাড়ি ভাঙে তাহলে আপনাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে আবার জরিমানাও করা হবে।

তিনি আরো বলেন, অতিরিক্ত খরচ ও জরিমানার ভয়ে তিনি তার ৭০ স্কয়ারফিটের বাড়িটি ভাঙা শুরু করেছেন। এ বাড়িতে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। এ বাড়িতে তার আসবাবপত্রও আছে।

ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেম এলাকায় ফিলিস্তিনিদেরকে সহজে বাড়ি নির্মাণ বা সম্প্রসারণের কাজ করতে দেয়া হয় না। এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। একইসাথে ফিলিস্তিনিদের বাড়ি ও জমি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের জমিতে অবৈধভাবে ইসরাইলি ইহুদিদের বাড়ি করতে দেয়া হয়। এভাবে ফিলিস্তিনিদের বাড়ি ও জমি দখল করে অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণ আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির বিরোধী।

বাইডেন-কাদিমি চুক্তি

ইরাক অভিযানের সমাপ্তি টানছে যুক্তরাষ্ট্র

ইরাকে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সেনারা দেশটিতে পা রাখার দেড় যুগ পর এ বছরের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযান গুটিয়ে নেবে যুক্তরাষ্ট্র।

২৬ জুলাই ২০২১ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা আল-কাদিমির মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তিও হয়ে গেছে।

পূর্বসূরী জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় ইরাক ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান শুরু হয়েছিল।

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পরই বাইডেন এই দুই বড় রণাঙ্গনের একটি আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারে উদ্যোগী হন । এ বছরের অগাস্টের শেষ দিকে আফগান ভূখণ্ড ত্যাগ করার কথা মার্কিন সেনাদের।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাকের মধ্যে কৌশলগত আলোচনার অংশ হিসেবে সোমবার ওভাল অফিসে প্রথমবারের মতো বৈঠকে বসেন বাইডেন ও কাধিমি।

বৈঠকের পর বাইডেন বলেন, "ইরাকে আমাদের সহায়তা, প্রশিক্ষণ, আইএসকে প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে, তবে এ বছরের শেষ নাগাদ সেখানকার যুদ্ধে আমরা আর থাকছি না।"

বর্তমানে ইরাকে আড়াই হাজার মার্কিন সেনা রয়েছে, যারা মূলত ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিরুদ্ধে অভিযানেই ব্যস্ত। সেই ভূমিকা থেকে সরে এসে শুধু ইরাকি বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং তাদের সুরক্ষা বিষয়ক পরামর্শ দেওয়ায় মনোযোগী হবে যুক্তরাষ্ট্র।

অবশ্য ইরাকি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটি যুক্তরাষ্ট্র শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই।

ইরাকের তৎকালীন নেতা সাদ্দাম হোসেনের সরকার ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের মজুদ গড়ে তুলেছে, এমন অভিযোগ তুলে ২০০৩ সালে দেশটিতে অভিযান শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনী। এরপর সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হলেও সেসব অস্ত্রের হদিস আজ পর্যন্ত মেলেনি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অঞ্চলে মার্কিন সেনাদের ভূমিকাও বদলে ইরাক ও সিরিয়ায় আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

কাদিমির সফরের আগে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের শীর্ষ একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন, অভিযান সফল হয়েছে এমন ঘোষণা কেউই দিতে যাচ্ছেন না, কারণ লক্ষ্য হচ্ছে আইএসকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা।

"আমরা কোথায় ছিলাম, অ্যাপাচি হেলিকপ্টারগুলো কিভাবে লড়েছে, কোন সময়টাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী নিয়মিত অভিযান চালিয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি দিলেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে পড়বে। তাই আমরা মনে করি এ বছরের শেষ নাগাদ সত্যিকার অর্থেই ভালো একটা অবস্থানে থাকব, যেখান থেকে আমরা পরামর্শমূলক এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ শুরু করতে পারব।"

তবে পরামর্শমূলক এবং প্রশিক্ষণের জন্য কত সংখ্যক মার্কিন সেনা ইরাকে থাকবে তা জানাননি ওই কর্মকর্তা।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরাকের যৌথ বিবৃতিতে স্বাস্থ্য, জ্বালানিসহ আরও বেশকিছু অসামরিক চুক্তির বিষয়ও থাকবে বলে আশা হচ্ছে। কোভ্যাক্সের মাধ্যমে ফাইজার-বায়োএনটেকের কেরানাভাইরাসের টিকার পাঁচ লাখ ডোজ ইরাকে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। বাইডেন জানিয়েছেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এসব টিকা ইরাকে পৌঁছাবে।

এছাড়া অক্টোবরে ইরাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে জাতিসংঘের তহবিলে ৫২ লাখ ডলার দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

গাজার সঙ্ঘাতে যুদ্ধাপরাধ হয়েছে

হিউম্যান রাইট ওয়াচ

মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, গত মে মাসে গাজা সঙ্ঘাতের সময় ইসরাইলের সামরিক বাহিনী এবং ফিলিস্তিনি গ্রুপ যে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে তার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ সংঘঠিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

এক তদন্তের পর মানবাধিকার সংস্থাটি বলছে যে ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর তিনটি বিমান হামলায় যে ৬২ জন বেসামরিক নাগরিকের প্রাণহানি হয়েছে তার আশপাশে কোথাও সামরিক লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলেছে, গাজায় তারা শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তুতেই হামলা চালিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলকে লক্ষ্য করেও ৪,৩০০টি রকেট ছুঁড়েছে যা বেসামরিক নাগরিকদের উপর নির্বিচার হামলাতেই পরিণত হয়েছে।

১১ দিনের লড়াইয়ে গাজায় কমপক্ষে ২৬০ জন এবং ইসরাইলে ১৩ জন নিহত হয়।

জাতিসঙ্ঘ জানিয়েছে, গাজায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ১২৯ জন বেসামরিক নাগরিক ছিলেন।

ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলেছে, ২০০ জন উগ্রবাদী ছিল। তবে গাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা হামাস বলেছে, তাদের ৮০ জন যোদ্ধা নিহত হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তদন্তে ইসরায়েলের চালানো তিনটি হামলার উপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংস্থাটি বলছে, ওই হামলাতেই সবচেয়ে বেশি বেসামরিক নাগরিক নিহতের ঘটনা ঘটে :

১. বেইত হানুন, ১০ মে : প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরাইলের ছোঁড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র চারটি বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পড়লে সেখানে আটজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়। ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলছে যে ফিলিস্তিনি একটি রকেটের কারণে ওই বিস্ফোরণ হয়েছিল।

২. শাতি শরণার্থী শিবির, ১৫ মে : প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি বোমা একটি তিন তলা ভবনে আঘাত হানলে তা ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১০ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। ওই সময় ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলেছিল যে ভেতরে হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে তারা এরকম কারো উপস্থিতি সম্পর্কে জানতেন না।

৩. গাজা সিটি, ১৬ মে : প্রতিবেদনে বলা হয়, আল-ওয়াহদা স্ট্রিটের কাছে সিরিজ বিমান হামলায় তিনটি বহুতল ভবন ধ্বংস করা হয়। এতে অন্তত ৪৪ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে যে তারা জঙ্গিদের ব্যবহৃত সুড়ঙ্গকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল এবং ভবন ধসে পড়ার ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'তিনটি ঘটনাস্থলের কোনটির আশেপাশেই স্পষ্টত কোনো সামরিক লক্ষ্যবস্তু ছিল না' এবং 'যে হামলা নির্দিষ্ট কোনো সামরিক লক্ষ্যবস্তুকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না তা বেআইনি।'

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, বেসামরিক লোকজনের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য সব ধরণের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। দরকার হলে হামলার আগেই সতর্কতা জারি করা যেতে পারে।

প্রতিবেদনে ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর একজন মুখপাত্রকে উল্লেখ করে বলা হয়, 'তারা বিশেষভাবে সামরিক লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্য করেই হামলা চালিয়েছিল' এবং 'সংঘাতে জড়িত নয় এমন ব্যক্তিদের ক্ষতি কমাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টাও করেছিল তারা।'

তারা আরো বলতে চাইছেন যে সামরিক বাহিনী 'সামরিক লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থাকা বেসামরিক লোকদের আগেই সতর্কবার্তা দিয়েছিল।'

মঙ্গলবার ইসরাইলি সেনাবাহিনী বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ 'শুধু আগে থেকেই নাকচ করে দেয়া অভিযোগগুলোর দিকেই বার বার নজর দিচ্ছে। কিন্তু তারা হামাস এবং অন্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাচ্ছে না যারা বসত-বাড়ি, মসজিদ ও স্কুল রয়েছে এমন এলাকায় গিয়ে হামলা চালাচ্ছে।'

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে যে ফিলিস্তিনি গ্রুপের সদস্যরা ইসরাইলি শহর ও উপশহরগুলোর দিকে নির্বিচার রকেট নিক্ষেপ করে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে বা নির্বিচারে হামলার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে। হামাস এর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিল যে 'ইসরাইলি আগ্রাসনের কারণে গণহত্যা সত্ত্বেও তারা বেসামরিক নাগরিকদের এড়িয়ে চলার চেষ্টাও করেছে।'

চীনে উইঘুরদের আটকে রাখতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্দিশালা

উইঘুর মুসলিমদের আটকে রাখতে চীন দেশটির জিনজিয়াং প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের দুর্গম এলাকায় একটি বন্দিশালা নির্মাণ করেছে। এটির আয়তন ২২০ একর। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই বন্দিশালায় একসঙ্গে ১০ হাজার বন্দিকে রাখা যাবে।

২২০ একর জায়গাজুড়ে নির্মিত এই বন্দিশালা আয়তনে ভ্যাটিকান সিটির দ্বিগুণ। সম্প্রতি এই বন্দিশালার বেশ কিছু ছবি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, বেশিসংখ্যক উইঘুর মুসলিমদের একসঙ্গে আটকে রাখার পরিকল্পনায় এই বন্দিশালা নির্মাণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত চার বছরে ছুরিকাঘাত আর বোমা হামলার অভিযোগ এনে এক লাখেরও বেশি সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের কারাবন্দি করেছে চীন। দেশটি এসব মুসলিমদের আটকে রাখাকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছে। তবে এসব বন্দিশালায় অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকেও আটকে রাখার অভিযোগ রয়েছে।

জাতিসংঘের মতে, বর্তমানে ১০ লাখের মতো উইঘুর মুসলিমকে পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং অঞ্চলে কয়েকটি শিবিরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এসব ক্যাম্পে তাদেরকে 'নতুন করে শিক্ষা' দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বেইজিং সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

শোকবাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ বজলুর রহমান বাচ্চু এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বরিশাল মহানগরীর নায়েবে আমীর বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ বজলুর রহমান বাচ্চু করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৩ জুলাই সকাল ৮টায় ৬৮ বছর বয়সে রাজধানী ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ১৪ জুলাই বাদ মাগরিব জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ বজলুর রহমান বাচ্চুর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৪ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, আলহাজ্জ বজলুর রহমান বাচ্চুর ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈকে হারালাম। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন এবং বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে মানুষের সেবা করে গিয়েছেন। তিনি আজীবন ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক জীবন-যাপনের চেষ্টা করেছেন এবং দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন। শুরু হয়েছে তাঁর অনন্তকালের সফর। এই সফরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর একান্ত সাহায্যকারী হোন। কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁর জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন।

অপর এক যুক্ত শোকবাণীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল, বরিশাল মহানগর জামায়াতের আমীর জহির উদ্দিন মুহাঃ বাবর, বরিশাল পূর্ব জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আবদুল জব্বার, বরিশাল পশ্চিম জেলা জামায়াতের আমীর মাস্টার আবদুল মান্নান, নায়েবে আমীর সাইয়েদ আহম্মদ খান বাচ্চু, বরিশাল মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মতিউর রহমান, জেলা পূর্ব জামায়াতের সেক্রেটারী ড. মাহফুজুর রহমান, পশ্চিম জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি হাফেজ সাইফুল ইসলাম, মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী মোঃ মিজানুর রহমান ও হোসাইন ইবনে আহমদ, মহানগর জামায়াতের কর্ম পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম খসরু, মোঃ শহিদুল ইসলাম, মাওঃ জয়নাল আবেদীন, এ্যাডভোকেট শাহে আলম গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ বজলুর রহমান বাচ্চু একজন সফল মৎস্য ব্যবসায়ী এবং বরিশাল মৎস্য আড়ৎদার সমিতির সহসভাপতি ছিলেন। তিনি অনেক সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বরিশাল আল-ফারুক সোসাইটির সেক্রেটারী এবং মানিক মিয়া মহিলা কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য, কিশোর মজলিশের সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, মরহুম বজলুর রহমান বাচ্চু বরিশালে ইসলামী আন্দেলনের একজন প্রেরণার বাতিঘর ছিলেন। তিনি একাধারে ইসলামের দায়ী, লেখক, গবেষক ও নিবেদিতপ্রাণ দক্ষ সংগঠক ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তার আমল এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অনুসরণীয়। আমরা একজন নিবেদিত প্রাণ দ্বীনের দায়ী এবং অভিবাভককে হারালাম। আমরা তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং মরহুমকে মহান আল্লাহ যেন জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করেন এবং তার পরিবারকে এই শোক সইবার সামর্থ দান করেন তার জন্য এ দোয়া করছি।

মাওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার প্রবীণ সদস্য (রুকন), সাবেক জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও মসজিদ মিশনের জেলা সভাপতি বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ৭৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৮ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ ছিলেন একজন বর্ষিয়ান আলেম এবং দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম। ব্যক্তি জীবনে তাঁর আমল এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অনুসরণীয়। তিনি ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিকভাবে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, তিনি আজীবন ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক জীবন-যাপনের চেষ্টা করেছেন এবং দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। আমরা একজন নিবেদিত প্রাণ দ্বীনের দায়ী এবং অভিবাভককে হারালাম। ইতোমধ্যে তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন। শুরু হয়েছে তাঁর অনন্তকালের সফর। এই সফরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর একান্ত সাহায্যকারী হোন। কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁর জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। সেই সাথে বিগলিত চিত্তে দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান পৃথক পৃথকভাবে শোকবাণী দিয়েছেন:

১. মোসাম্মাত জুলেখা খাতুন (৯০), প্রবীণ মহিলা সদস্য (রুকন), ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা।
২. মোছাঃ সুফিয়া খাতুন (৬০), মহিলা সদস্য (রুকন), মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখা।
৩. হাসিনা বেগম (৭০), প্রবীণ মহিলা সদস্য (রুকন), পবা থানা, রাজশাহী মহানগরী।
৪. রওশানারা বেগম (৫৫), সেক্রেটারি, মহিলা বিভাগ, মোল্লাহাট উপজেলা শাখা, বাগেরহাট।
৫. জনাব আবদুস সাত্তার (৮৩), প্রবীণ সদস্য (রুকন), সরিষাবাড়ি উপজেলা শাখা, জামালপুর।
৬. মোঃ লুৎফর রহমান (৭৫), প্রবীণ সদস্য (রুকন), ভাঙা উপজেলা, ফরিদপুর।
৭. মুহাম্মাদ দিদারুল ইসলাম নিজামী (৩০), নবীন সদস্য (রুকন), চট্টগ্রাম দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা শাখা।
৮. খন্দকার আবদুল মজিদ (৭৫), প্রবীণ সদস্য (রুকন), কুমারখালী উপজেলা, কুষ্টিয়া।
৯. মোঃ সাইদুল ইসলাম (৫৪), সদস্য (রুকন), ঈশ্বরদী উপজেলা, পাবনা।
১০. মোফাজ্জল হোসেন (৭২), প্রবীণ সদস্য (রুকন), ঝিনাইদহ জেলা শাখা।
১১. মোঃ ফজলুল হক (৭২), সদস্য (রুকন), রাজিবপুর উপজেলা শাখা, কুড়িগ্রাম।
১২. বেগম তাসনীম আলম (৬২), খালিশপুর পশ্চিম থানা মহিলা কর্মপরিষদ সদস্য, খুলনা মহানগরী।
১৩. জনাব খোরশেদুজ্জামান (৯০), প্রবীণ সদস্য (রুকন), মুরাদনগর উপজেলা, কুমিল্লা উত্তর।
১৪. হাফেজ মোঃ নূরুল হক (৬৫), সদস্য (রুকন), শরীয়তপুর পৌরসভা।
১৫. জিন্নাত রেহানা (৬৬), মহিলা সদস্য (রুকন), ডামুড্যা উপজেলা শাখা, শরীয়তপুর।
১৬. মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজামাল (৭২), প্রবীণ সদস্য (রুকন), চট্টগ্রাম মহানগরী।
১৭. মাজেদা খন্দকার (৮৫), মহিলা সদস্য (রুকন), ঈশ্বরদী উপজেলা শাখা, পাবনা।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী